

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস-সি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

দশম সংস্করণ

রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৭

মুদ্রাকর—শ্রীনিত্যানন্দ পাণ্ড

ভারতী প্রেস

১৪, হরিশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন সেন

পিতৃদেবের শ্রীচরণে—

পরিচয়

পুরুষ

১। শ্রীকৃষ্ণ :		
২। অর্জুন		
৩। সাত্যকী		
৪। বৃষকেতু		
৫। বল্লবাহন	—	মনিপুরের রাজা
৬। চিত্রাঙ্গ	—	চিত্রাঙ্গদার পিতৃব্য
৭। বজ্রধর	}	— মনিপুরের সামন্তদ্বয়
৮। সমস্তক		
৯। সেনাপতি, প্রহরী		

স্ত্রী

১। গঙ্গা		
২। চিত্রাঙ্গদা	—	বল্লবাহনের মাতা
৩। ইরা	—	ঐ বাগ্‌দত্তা
৪। বাসন্তিকা	—	ইরার সঙ্গিনী

মিনাভায় অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

শ্রীকৃষ্ণ	—	শ্রীপ্রভাত সিংহ পরে শ্রীহর্গাদাস মুখার্জি
অঙ্কুর	—	উৎপলেন্দু সেন
সাত্যকী	—	শ্রীঅমিয় গোস্বামী
বৃষকেতু	—	শ্রীমুখাংশু গুহ
বক্রবাহন	—	ভুমেদ রাই
চিত্রবর্ত্ত	—	শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়
সমস্তক	—	শ্রীঅনিল মিত্র
বজ্রধর	—	শ্রীহরিপদ দত্ত
সেনাপতি	—	শ্রীপবিত্র ভট্টাচার্য্য
গঙ্গা	—	শ্রীমতী নীরদা সন্দরী
চিত্রাঙ্গদা	—	শ্রীমতী নিভাননী
ইরা	—	শ্রীমতী তপতী
বাসন্তিকা	—	শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

সঙ্গীগণ—শ্রীমতী রাধারানী, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী আভা, শ্রীমতী গৌরী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী পারুল, শ্রীমতী রেখা, শ্রীমতী বাণী, শ্রীমতী ইন্ডা, শ্রীমতী আশা, শ্রীমতী অণিমা, শ্রীমতী বীণা, শ্রীমতী সাবিত্রী, শ্রীমতী জালিম প্রভৃতি।

শিখণ্ডীয়ে রাখিয়া সম্মুখে

অন্তায় সমরে

বধিয়াছে সত্যাশ্রয়ী ভীষ্মেরে আমার ।

প্রতিহিংসা তীব্রবহি

দাউ দাউ জগিছে অন্তরে

বতক্ষণ ধনঞ্জয় ধ্বংস নাহি হয়,

ততক্ষণ কোন মতে পারিব না শাস্ত হইবারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । মাতা—

একের দোষের লাগি—

শাস্তি অপরের নহেক উচিত ।

অর্জুন অন্তায় যুদ্ধে ভীষ্মে বধিয়াছে,

সত্য এই কথা ;

কিন্তু আর কেহ করে নাই কোন অপরাধ ।

ঝঙ্কা-ঘূর্ণিবাতে—বজ্রের নিঃস্বনে—

ভীতভ্রস্ত অগতের জীবকুল যত ।

বিশ্বনাশী ক্রোধ তব কর সম্মরণ,

শাস্ত কর প্রকৃতিরে জননী আমার ।

পদ্মা । হে কেশব ।

তব বাকে া বিশ্বনাশে নিরস্ত হইল ।

(প্রণয়ের তিরোধান)

শ্রীকৃষ্ণ । এইবার স্থির চিন্তে শোন মাতা সম্ভানের কথা ।

অর্জুনেরে ক্ষমা কর তুমি—

পদ্মা । না—না—নারায়ণ,

অর্জুনেরে পারিব না ক্ষমিতে কখনো ।

হে কেশব—সবি জান তুমি ;

ব্রহ্মা অভিলাষে মৰ্গধামে লইল জনম,
 অষ্টবহু ধৰিলাম গৰ্ভেতে আমার ;
 প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর তরে—
 একে একে সন্তপুত্রে
 নদীজলে নিজহস্তে দিয়েছি ভাসিয়ে ।
 দেবী আমি—যদিও মানবী নহি—
 তবুও কি তাদের লাগি
 ছোটো নাই অশ্রুশি নয়নে আমার ।
 স্বাক্ষর সম তবু করিয়াছি প্রতিজ্ঞা পালন ,
 শেষপুত্র ভীষ্মে মোর সঁপিয়া স্বামীর করে
 ধরা ত্যজি স্বর্গধামে এসেছি চলিয়া,
 সেই দেবোপম পুত্র মোর হত আজি রণে ।

শ্রীকৃষ্ণ । সব জানি জননী আমার ।
 কিন্তু তবু—

গঙ্গা । নারায়ণ—নারায়ণ—
 স্বর্গধামে এতদিন কোন স্মৃথ—
 কোন শাস্তি ছিল না আমার ।
 দেবী আমি—
 তবু মনে হ'ত—যাক্—যাক্ দূরে দেবিত্ব আমার,
 মানবী হইয়া পুনঃ যাই ধরা মাঝে—
 বক্ষে তুলে লই
 পরিত্যক্ত সৰ্ব্বত্যাগী সন্তানে আমার ।
 সেই পুত্র মোর, হত আজি অত্যাগ সময়ে ।

শ্রীকৃষ্ণ । মাতা—সম্মুখ সময়ে ভীষ্মদেবে জিনে
 হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে ;

অৰ্জুন তো অতি তুচ্ছ তার কাছে ।
 ইচ্ছা মৃত্যু বর লভেছিল সন্তান তোমার—
 মহারাজ শাস্ত্রহর পাশে ;
 স্বেচ্ছায় মৃত্যুরে আজি করেছে বরণ
 বীৰ্য্যবান্ বীরশ্রেষ্ঠ সন্তান তোমার ।
 অৰ্জুনের কিবা সাধ্য বধিতে তাহারে ।
 কর ক্রোধ পরিহার—
 কান্তুনীয়ে ক্রমা কর মাতা ।

গজা । জানি তুমি সখা পাণ্ডবের—
 জানি—তুমি নিজে ছিলে অৰ্জুনের রথের সারথি—
 তাই তুমি নিজে আসিয়াছ হেথা মোরে করিতে সাহুনা ।
 কিন্তু শোন কৃষ্ণ—
 শোন তুমি শেষ কথা মোর—
 অৰ্জুনের রক্ত বিনা
 পুত্রশোক কভু মোর হবে না নির্বাণ ।

কৃষ্ণ । হে জারুবী—
 স্বর্গ-নিবাসিনী দেবের নন্দিনী—
 তুচ্ছ পুত্রশোকে এ হেন অধীরা তুমি ।
 ছি—ছি—
 এতদিন জানিতাম দেবতা মানবে অনেক প্রভেদ,
 এতদিন জানিতাম—
 দেবতার প্রাণ এত অল্পে হয় না কাতর,
 সর্বসহ অন্তর তাদের ।
 দেবী হ'য়ে—দে ত্বের অপমান করিতেছ তুমি ।

গজা । কিন্তু নারায়ণ—পুত্র মোর—

শ্রীকৃষ্ণ । এক পুত্র গেছে—

কিন্তু জগতের কোটা কোটা পুত্র তব এখনো জীবিত,
 প্রবলের অত্যাচারে অর্জুনিরিত হয়ে
 আকুল নয়নে কাঁদিতেছে মার কোল লাগি ।
 বিশ্বের জননী তুমি—
 নহ মানব নন্দিনী ।
 হও দৃঢ়—মুছে কেল নয়নের জল ।

গঙ্গা । নারায়ণ—

নিষ্ঠুর পুরুষ তুমি,
 জননীর ব্যথা তুমি কেমনে জানিবে !
 নাহি জান—কত ভালবাসিতাম দেবব্রতে মোর ।

শ্রীকৃষ্ণ । আর তুমি কি বুঝিবে সন্তী—

কত ব্যথা পাইয়াছি ভীষ্মের নিধনে !
 কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে যবে
 শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্ধর
 বাণে বাণে বিঁধিল তাহারে—
 সর্কাদ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধারা—
 তবুও মুখেতে তার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম—
 কৃষ্ণপদ ধ্যান করি হাসিতে হাসিতে—
 ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ ভক্ত মোর
 বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল আমারি সম্মুখে ।

গঙ্গা । তাই বুঝি শ্রেষ্ঠ ভক্তে বধি অগ্নায় সমরে
 ভক্তাধীন নাম তব করেছ সার্থক ?

শ্রীকৃষ্ণ । বৃথাই গজন' মোরে দিও না জননী !
 সন্ত্যের কারণে—

ধরাধামে সত্যধর্ম করিতে প্রচার
 নরদেহ ধরিয়াছি আমি ।
 সাধ ছিল মনে—
 কুরুক্ষেত্রে দুষ্কৃতিরে করিয়া বিনাশ
 ভারতে ধর্মের রাজ্য করিব স্থাপন ।
 অর্জুন নহেক দোষী কোন অপরাধে—
 সে তো উপলক্ষ্য শুধু ।
 কুরুক্ষেত্রে মহাবল শেষ নাহি হ'তে
 তব কোপে যদি হয় পার্থের বিনাশ,
 মহতী কল্লনা মোর ব্যর্থ হয়ে যাবে—
 সত্যের সন্ধান কেহ পাবে না ধরায় ।
 তাই মিনতি আমার দেবী—
 যতদিন এই মহাবল শেষ নাহি হয়
 অর্জুনেবে ক্ষমা কর তুমি ।

পদ্মা । তোমারি কারণে আজি দেব ভূনাদর্শন
 মৃত্যু হ'তে ধনঞ্জয় পাইল নিস্তার ।
 কিন্তু শোন নারায়ণ—
 একেবারে পারিব না ক্ষমিতে অর্জুনে ।
 পুত্রের অধিক স্নেহে পালন করিল যেবা,
 তাহারে যেমনি দুষ্ট করিল নিধন—
 সেইমত নিজ-পুত্র ভীষ্ম-শিষ্য কোন মহারথী করে
 অবলম্বে লভিবে মরণ ।
 হও তুমি নারায়ণ -বিশ্বের ঈশ্বর—
 তথাপি এ অভিশাপ ফলিবে নিশ্চয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । পুত্র হস্তে পার্থের নিধন !

এ কি অসম্ভব অভিশাপ

দিলে গো জাহ্নবী ?

গদা । ইচ্ছায় যাঁহার হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়—

সামান্য এ অভিশাপ কেমনে কলিবে

পারে না সে বুঝিবারে—

ইহাই বুঝাতে চাহ ?

দেব হ'য়ে নারায়ণ

দেববাক্য মিথ্যা হবে—

দেবতার অপমান চৌদিকে ঘোষিবে

ইহাই কি দেখিতে চাহ ?

শ্রীকৃষ্ণ । ক্ৰুদ্ধ নাহি হও জননী আমার ।

তব অভিশাপ মিথ্যা নাহি হবে ।

যত শীঘ্র অভিশাপ হয় ফলবতী—

করিলাম পণ আমি নিজে তার

করিব যতন ।

অৰ্জুনের সখা আমি—

সানন্দে ধরিছু শিবে আশীৰ্ব্বাদ তব ।

প্রথম অঙ্ক

মনিপুর রাজধানীর সন্নিকটস্থ পর্বত

মনিপুর বালিকাগণের গীত

মঞ্জুল হুয়ে উরিয়া উঠেছে বন
ফুল সাজে সাজে বনরাণী,
স্বরভি মৃদল সমীরণে কত
প্রেম কথা করে কানাকানি।
শাখে শাখে নব পল্লব চুড়ে,
কার এলো মেলো অঞ্চল উড়ে,
কোন অতিথির সাথে বনছাড়ে
প্রাণে প্রাণে হ'ল কানাকানি।

[পাঠক]

(বক্রবাহন ও ইরা পর্বত হইতে অবতরণ করিল)

ইরা। বক্র—বড় ক্লান্ত আমি,
আর পারি না চলিতে।

বক্র। আয় তবে—শিলাতলে বসি ক্ষণকাল।

(একটি শিলাখণ্ডে উভয়ে উপবেশন করিল)

বক্র। তোরে লয়ে—আর কোনদিন আসিব না মৃগয়ায় আমি।

ইরা। কেন ?

বক্র। কেন, নাহি জান তুমি ?

ইরা। বাঃ—কেমনে জানিব আমি ?

- বক্র । অই দেখ—দিন শেষ হয়ে আসে,
আলস্ত রবির শেষ কিরণ ছটায়
কালো পাহাড়ের বুক গিয়াছে রাসিয়া,
ঘরেতে জননী—কত ভাবিছেন আমাদের লাগি ;
কোন প্রাতে ঘর ছাড়ি এসেছি চলিয়া—
ফিরিবার নাম গন্ধ নাই ।
- ইরা । সে বুঝি আমার দোষ ?
- বক্র । না—সে দোষ আমার ।
এইমাত্র আমিই কহিছু তোরে—
'বড় ক্লান্ত আমি—আর পারি না চলিতে ।'
- ইরা । কি করিব বল ।
গগন আবৃত হ'ল ঘোর ঝঙ্কারে,
অন্ধকারে পথ আমি নারিছু দেখিতে ।
এই দেখ—পায়ে কত লেগেছে আঘাত ।
- বক্র । ওরে মোর নবশ্যাম কিশলয় লতা—
ননীর শরীর লয়ে কেন তুই এসেছিস ঘরের বাহিরে ?
কেবা সাধে তোরে—
হরস্ত বনের মাঝে যেতে মোর সনে ?
- ইরা । কেন তুমি ?
- বক্র । আমি ?
- ইরা । হ্যা—তুমিই তো ?
- বক্র । দেখ্, ইরা—মিথ্যা কথা কহিস না কত ।
- ইরা । মিথ্যা কথা কখনো কহি না আমি ।
তুমিই তো ভোর হ'লে—
চুপি চুপি আগাধুয়া

কহ যোরে বাইতে তোমার সনে ।

বক্র । হবেও বা ।

ওই এক দোষ—কোন কথা মনে থাকে না আমার ।

কিন্তু আজি হ'তে—

কোনদিন আর তোরে লইব না সাথে ।

ইরা । একা একা ঘরে আমি কি করিব তবে ?

বক্র । বাহা ইচ্ছা হয় ।

ইরা । সারাদিন তোমা পাব না দেখিতে আমি ?

বক্র । না ।

ইরা । বক্র—(হাত ধরিয়া)

বক্র । এই দেখ—অমনি চোখের জল পড়িল ঝরিয়া ।

ওরে পোড়ামুখী—

তোর ওই পোড়ামুখ—

আমিও যে না দেখিলে থাকিতে পারি না ।

তোরে ছাড়ি যুগয়ায় গেলে—

সে কি শুধু তোরি শাস্তি ।

সে যে শতগুণ হ'য়ে বাজিবে আমার বুকে ।

ফেল মুছে চোখের ও জল—মুছে ফেল—

(ইরা চোখের জল মুছিল)

বক্র । আচ্ছা ইরা—

আজ তোর বড ভয় হ'য়েছিল—না ?

ইরা । কখন ?

বক্র । যবে অকস্মাৎ আজি—

প্রলয়ের অন্ধকারে ছাইল গগন,

স্নেহে বজ্রবাত—আর বজ্রপাত।

ইরা। না—কোন ভয় করে নাই মোর।

বক্র। আমারি প্রাণ ভয়ে উঠেছিল কাঁপি,
আর তুই ভয় পাস্ নাই—মিথ্যা কথা।

ইরা। না বক্র—নহে মিথ্যা কথা।

তুমি ছিলে মোর কাছে ;

কারে ভয়—কেন ভয় করিব বল তো ?

বক্র। ওই মিষ্টি মিথ্যা কথা দিবে ওরে মায়াবিনী—

নিবিড় বাঁধনে তুই বেঁধেছিষ্ মোরে।

কোন কথা আর তোরে দিব না বলিতে।

(ইরার মুখখানি বন্ধে চাপিয়া ধরিল)

বক্র। ইরা।

ইরা। বক্র !

বক্র। এ কি হ'ল মোর !

ইরা। কি হ'য়েছে বক্র ?

বক্র। ঘর কেন ভাল নাহি লাগে !

প্রকৃতির অন্তরের মাঝে—

বিরাজিছে যেথা সেই চির নীরবতা—

তান্নি মাঝে যেন আমি থাকিবারে চাই,

তুই শুধু কাছে থাক্ মোর—

পলক বিহীন নেত্রে চাহি মুখ পানে।

ইরা—ইরা—চল মোরা দুইজনে বাই পলাইয়া।

ইরা। কোথা ?

বক্র। সীমাহীন অন্তহীন ধরণীর বুকে—যেথা তুই চোখ নিয়ে যার।

ইরা। না বক্র—মোরা চলে গেলে,

জননী যে কাঁদিবেন আমাদের লাগি।

- বক্র । সত্য—সত্য কথা বলেছি তুই ।
 ইরা—একখানা গান গা তো গুনি ।
 ইরা । কি গান গাহিব ?
 বক্র । বাহা ইচ্ছা হয় ।

ইরার গীত

নীরব রাতের গোপন পরশ
 প্রভাতের আলো জানবে কি ?
 ক'য়েছিলে বত সুখা মাখা কথা
 বীণার সুরে তা বাজবে কি ?
 দেখেছিল চাঁদ নিয়েছিলে বুকে
 সরম ভুলিয়ে ছিন্ন মন স্তবে,
 আপনার হাতে পরালে যে মালা
 সে মালাটি আজ কঁাদবে কি !

(গান গাহিতে গাহিতে ইরা বক্রর বক্ষলগ্ন হইল, এমন সময়
 ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বক্র
 লজ্জিত হইয়া ইরাকে সরাইয়া দিল ।)

- বক্র । কেবা তুমি দেব—
 শ্রীকৃষ্ণ । দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি—
 ভিক্ষালব্ধ অন্ন করি জীবিকা বাপন ।
 কেবা তুমি দেহ পরিচয় ?
 বক্র । আমি দেব, বক্রবাহ মনিপুর রাজ ।
 শ্রীকৃষ্ণ । ওটি কে তোমার ?
 বক্র । ইরা ! ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসে—কে তুই আমার ;
 কি উত্তর দিব ?
 ইরা । বল—আমি শুব সখা ।

বক্র। তুই মোর সখা আর আমি তোর সখী—

কেমন ?

স্বন্দর উত্তর।

ব্রাহ্মণ ! তোমার উত্তর আমি দিতে পারি—

কিন্তু ইরা ভারী লজ্জা পাবে।

ইরা। (হাত ধরিয়) দেখ—ভাল নাহি হবে।

বক্র। দেব, ভাবী রাক্ষসী এ রাজ্যের ইরা।

ইরা—কর ব্রাহ্মণে প্রণাম।

(ইরা ও বক্র একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল)

শ্রীকৃষ্ণ। করি আশীর্বাদ—

হও মাতা রাজচক্রবর্তীপুত্রের জননী

ইরা। (জনাস্তিকে) বক্র —একি আশীর্বাদ করিল ব্রাহ্মণ ?

বক্র। বোকা মেয়ে, গোপনে বুঝিয়ে দিব।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সন্ধ্যা হ'বে আসে,

নির্জন কাননে দেব রহিও না আর।

এস মোর সাথে—

রাজপুরে কর তুমি আতিথ্য গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজ আমি—যার তার দত্ত অন্ন করি না গ্রহণ।

কহ বৎস—কোন জাতি তুমি ?

বক্র। ক্ষত্রিয়-নন্দন আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রিয়-নন্দন ?

বিশ্বাস না হয় মোর।

বক্র। কেন হে ব্রাহ্মণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। অবশ্যই শুনিয়াছ কুরুক্ষেত্র মহারণ কথা ;

ভারতের সব ক্ষত্রিয় নৃপতি,

নিমজ্জিত সে মহা সমরে ।

সত্য তুমি যদি ক্ষত্রিয়-নন্দন—

তবে কেন তুমি বসে আছ হেথা—

নিশ্চিন্ত বিলাসে আপন আলয়ে ?

কেন তুমি যাও নাই সেই পুণ্যতীর্থে

করিবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন—

যোগ্য পরিচয় দিতে ক্ষত্রিয়ের ?

বক্র । বিনা আমন্ত্রণে—অবাচিত ভাবে,
কেমনে যাইব আমি সে মহা সমরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । তাও সত্য বটে ।
কতদিন হ'ল পিতা তব স্বর্গধামে ক'রেছে প্রমাণ ?

বক্র । পিতা মোর এখনো জীবিত ।

শ্রীকৃষ্ণ । সে কি কথা ?
এখনি कहিলে তুমি নিজে মনিপুর রাজা ।
পিতা বর্তমানে—কেমনে হইলে তুমি রাষ্ট্রের ঈশ্বর—
কিছুই তো পারি না বুঝিতে !
কেবা তব পিতা—কিবা নাম তার ?

বক্র । নাহি জানি আমি ।

শ্রীকৃষ্ণ । নাহি জান কেবা তব পিতা ?

বক্র । না ।

তবে শুনিয়াছি জননীর মুখে,
ক্ষত্রিয় নন্দন তিনি মহা ধনুর্ধর,
কোদণ্ড টঙ্কারে তাঁর কাঁপে জিহুবন,
দেব নাগ বক্ষ বক্ষ গন্ধর্ব্ব কিম্বর
কেহ নহে সমকক্ষ বীরে তাহার ।

ইরা । বক্র—বক্র—

ওই দেখ—আসিছেন মাতা ।

বক্র । তোরি তরে যত গোলমাল ।

ব্যস্ত হ'য়ে আসিছেন খুঁজিতে মোদের,

দেখিলে এখুনি দিবে কত গালাগাল ।

বল দেখি—এখন কি করি ?

ইরা । চল মোরা অন্য পথে ঘরে ফিরে যাই ।

বক্র । সেই ভাল ।

হে ব্রাহ্মণ !

জননীর সাথে গিবা

রাজপুরে ক'রো তুমি আতিথ্য গ্রহণ ।

চল--চল ইরা !

ইরা । (যাইতে হাইতে ফিরিয়া) আমাদের দেখিয়াছ, জননীরে
বলো নাকো যেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । (হাসিয়া) না—কতু কহিব না ।

(বক্র ও ইরার পর্কতের অন্তরালে গমন,

চিত্রাসুদার প্রবেশ)

চিত্রা । দেখেছ কি দেব, এক দুঃস্থ বালক

সঙ্গে এক হস্তমুখী চঞ্চলা বালিকা ?

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা—দেখিয়াছি মাতা ।

চিত্রা । কোন্ পথে—কোন্ দিকে গেছে তারা ?

শ্রীকৃষ্ণ । ক'রো না ভাবনা—ঘরে ফিরে গেছে ।

চিত্রা । ঠিক জান তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । ঠিক জানি মাতা ।

ওটি বুঝি সন্তান তোমার ?

চিত্রা । হ্যাঁ, দেব—একমাত্র সন্তান আমার ।

শ্রীকৃষ্ণ । অপূর্ব বালক ।

কিন্তু, কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দুজনে ।

ঠিক যেন এরি মত এক বালকেরে—

বহুপূর্বে দেখেছিহু আমি ।

চিত্রা । কোথায় সে দেব ?

শ্রীকৃষ্ণ । হস্তিনানগরে ।

চিত্রা । হস্তিনানগরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । সেই মুখ—সেই চোখ—

সেই তীব্র জ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে ।

হ্যাঁ—ঠিক মনে পড়ে—দেখিয়াছি আমি ।

চিত্রা । কে সে ভাগ্যবান দেব,

বার কথা এখনও পারনি তুলিতে ?

শ্রীকৃষ্ণ । তারে মাতা কেমনে চিনিবে ।

অজ্ঞান তাহার নাম—তৃতীয় পাণ্ডব ।

চিত্রা । তৃতীয় পাণ্ডব !

ঠিক তাঁরি মত দেখিতে আমার বক্র ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ—ঠিক তাঁরি মত ।

অজ্ঞানের নাম শুনে—

যেন তুমি উঠিলে চমকি !

তুমি মাতা চেন কি সে পার্থ ধনুর্ধরে ?

চিত্রা । আমি চিনি—আমি দেখিয়াছি তাঁরে ।

শ্রীকৃষ্ণ । মনিপুর রাজ্যে নিবাস তোমার

কেমনে চিনিলে তুমি বীর ধনঞ্জয়ে ?

চিত্রা। কেমনে চিনিছ তাঁরে—সে কথা শুনিয়া দেব কি হবে তোমার ?
অতীত অতীত মাঝে থাক লুকাইয়া,
বর্তমান নিরে আছি—সেই ভাল মোর ।
মনে হয় তুমি নূতন এসেছ হেথা ;
রাজপুরে এস দেব—পাণ্ড অর্ঘ্য করিবে গ্রহণ ।

ঐকৃষ্ণ। অপরোধ নিও না জননী ।
জিজ্ঞাসিলু পুত্রে তব তার পিতৃপরিচয় ;
দেখিলাম জানে না সে অবোধ বালক ।
দারুণ সংশয় মনে হ'য়েছে উদয় ।
যতক্ষণ না শুনিব কেবা তব স্বামী—
তব গৃহে করিব না আতিথ্য গ্রহণ ।

চিত্রা। দেব । অহুচিত সন্দেহ ক'রো না ।
বিশ্বাস করিয়া মোরে এস গৃহে মোর,
ধখহানি হইবে না তব ।

ঐকৃষ্ণ। বাই মাতা—সন্ধ্যা হ'য়ে আসে ;
হয়তো বা কতদূর বাইতে হইবে ।
পঞ্চশ্রমে ক্লান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ—
বাই দেখি মিলে কিনা আশ্রয়ের স্থান ।

চিত্রা। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ,
যে বংশের সেবা পেয়ে তুষ্ট নারায়ণ ;
সে বংশের নারী আমি,
মোর সেবা না লইয়া কোথা বাবে তুমি,
দেব । আমি পাণ্ডব-ঘরগী ।

ঐকৃষ্ণ। পাণ্ডব-ঘরগী ।

চিত্রা। হ্যা দেব, পাণ্ডব-ঘরগী আমি—অর্জুন-বনিতা ।

শ্রীকৃষ্ণ । অজ্ঞান-বনিতা তুমি ।

বুঝিতে না পারি কেমনে এ অঘটন হ'ল সম্ভব ।

চিত্রা । তবে শোন দেব —

শোন মোর অতীতেব কথা ।

কোন কথা গোপন করিব না তোমাব কাছে ।

আমি চিত্রাঙ্গদা —

মর্নিপুর-রাজার ঔহিতা ।

একদিন সন্ধ্যাকালে পুরুষের বেশে—

দূর পর্বতের মাঝে এমিতে ভ্রমিতে,

ব্রহ্মচারী অজ্ঞানের দিব্য মূর্তি হেরি,

কেমনে যে আর্চাবতে মনে হ'ল .মাব

বাহিরে পুরুষ আমি অন্তরেতে রমণী—

সে কথা ব্রাহ্মণ তুমি না'রবে বুঝতে ।

তারপর ধীরে ধীরে আপন অঙাতে,

আপনারে একেবারে নিঃশেষ করিয়া—

আমার যা কিছু ছিল আপন বলিতে,

দিয়েছিহু উপহার তাহার চরণে ।

সে যেন স্বপ্নেব কথা,

স্বপ্নে এসেছিল—স্বপ্নে পেয়েছিহু তারে,

তাই আজি স্বপনের শেষে—

গুণ্ড বুকে পড়ে আছি হেথা ।

শ্রীকৃষ্ণ । তাইতো —এসব অলোক কথা কেমনে বিশ্বাস করি !

চিত্রা । অবশ্যই দেব, বিশ্বাস করিতে হবে ।

বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রের তনয়,

যাঁর সখা যত্নপতি নিজে নারায়ণ—

তাঁর পত্নী আমি—নহি মিথ্যাবাদী ।

শ্রীকৃষ্ণ । আচ্ছা—বিশ্বাস করি ন্ত তবে ।

তারপর কিবা হ'ল শুনি ।

চৈতন্য । আধ ঘুমে—আধ জাগরণে যেন,

এক বর্ষ কেটে গেল চোখের নিমেষে ।

একাদন নিদ্রাভঙ্গে জেগে দেখি আমি,

কন্মের আহ্বান মূর্তি নিয়ে এসেছে দূষারে,

আমার অঞ্চল তলে চিরদিন তবে

হয়তো বা পারতাম রাখিতে তাঁহারে,

কিন্তু দেখিলাম ভেবে—

নন তিনি শুধু তো আমার,

বিশ্বের মানব তিনি,

বিশ্বের কল্যাণে—বিশ্ব মাঝে তাঁরে যেতে হবে ,

তাই অধরের হাসি দিয়ে

নয়নের জল কবিতা গোপন বিদায় দিলাম তারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । তারপর কোন দিন দেখা পাওনি তাহার ?

চৈতন্য । না ।

শ্রীকৃষ্ণ । হায় পতি পরিত্যক্তা অভাগিনী নারী,

তোমার বুকের ব্যথা আমি বুঝতেছি ।

কিন্তু এক নিষ্ঠুর সেই ধনঞ্জয়,

তোমা-সমা গুণবতী রমণী-রতনে

কেমনে সে রয়েছে ছাড়িয়া ?

আপনার যশ মান সম্মানের তরে

পত্নীকে যে ত্যাগ করে জনমের মত,

সে পুরুষ অতীব নিষ্ঠুর—অতি স্বার্থপর—

চৈতন্য । দেব—পতিনিদ্ধা করিও না সম্মুখে আমার !

জানো নাকি—পতিনিন্দা শুনি
 দেহভ্যাগ ক'রেছিল সতী কুলবাণী,
 তাই জিতুবনে উঠেছিল প্রলয় কলোন্ ?
 হে ব্রাহ্মণ—তুমি জানো নাকো—তুমি জানো নাকো—
 তিনি নহেন নিষ্ঠুর ;
 দূর হ'তে নারিবে বৃষিতে—
 অন্তর তাঁহার কত স্নেহময় ।
 অতীব কুরুপা আমি—
 রমণীয় কোমলতা কিছু নাহি মোর—
 তবুও তিনি বীর বক্ষে স্থান দিয়া মোরে
 নারী জন্ম মোর ক'রেছে সার্থক ।
 অতি দয়াবান তিনি—দয়ার সাগর ।

শ্রীকৃষ্ণ । কুরুক্ষেত্রে মহারণ কথা শুনিয়াছ মাতা ?

চিত্রা । শুনিয়াছি ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভীষণ বিপদে পতিত তোমার স্বামী ।
 একদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বখামা,
 শল্য, দুর্ধ্যোধান আদি মহারথিগণ—
 অন্যদিকে বাধা দিতে একা ধনঞ্জয় ।
 নাহি জানি কিবা সর্বনাশ ঘটবে অচিরে ।

চিত্রা । রথের সারথি বাঁর

দেব অনার্দন—নিজে নারায়ণ,
 তুচ্ছ ক্ষত্র বীরগণে কিবা ডর তাঁর ।
 আপনি স্বয়ম্ভু যদি আসেন সমরে—
 তাও নাহি ডরি ।
 যতদিন নারায়ণ সখা অর্জুনের,

যতদিন আপনি গ্রীহরি
রাখিবেন পদে তাঁর স্বামীরে আমার—
মোর স্বামী ততদিন অজ্ঞেয়—অমর ।
তাঁর অমঙ্গল অসম্ভব দেব ।

শ্রীকৃষ্ণ । কিন্তু—

তব ব্যবহারে হইয়াছি অতি মৰ্ম্মাহত ।
সিংহের শাবক বক্রবাহনে
কেন তুমি রাখিয়াছ শৃগালের প্রায় ?
শস্ত্রে শাস্ত্রে কেন তুমি কর নাই হুশিক্ষিত তারে ?
পুত্র বলি কোন্ মুখে দাঁড়াবে সে অৰ্জ্জুনের পাশে !

চিত্রা । কোন দিন তিনি যদি আসেন এ পুরে—
দেখিবেন মোর বক্র নহে সামান্ত বালক,
দ্বিতীয় অৰ্জ্জুন করি গড়িয়াছি তারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । বীরত্বে তনয় তব যদি দ্বিতীয় অৰ্জ্জুন,
তবে এ হেন সঙ্কট কালে
কেন তারে দাও নাই পাঠাইয়া
কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয় পাশে ?

চিত্রা । সপত্নী উলুপী পুত্র ইলাবন্ত আসি,
হাসিমুখে আশীর্বাদ চাহি মোর পাশে
কহিল আমারে
কুরুক্ষেত্রে মহারণে
পিতা তারে ডাকিয়াছে সাহায্য করিতে ।
বীর পুত্র মোর সমর-উল্লাসে
অনুমতি ভিক্ষা করিল আমার পাশে ।
আমি বুঝাইয়া কহিহু তাহারে—

‘মনিপুর রাজা তুমি—বিনা নিমন্ত্রণে কেমনে যাইবে?’

অবোধ বালক সত্য বসি মানিল আমার কথা।

সেইদিন কি যে ব্যথা—বেদনা

পেছেছিল অস্তরে আমার, একমাত্র জানেন ঈশ্বর।

কহিতে নারিল সন্তানে আমার,

ওবে উপেক্ষিত—ওবে হতভাগ্য—

তোব পিতা তোবে জানে নাকো—চিনে নাকো—

চান না চিনিতে—

কোন মুখে তাঁব কাছে যেতে চাস তুই।

ঐক্লব্যঃ। মনে হয় মাতা তুমি কবিবাছ হুল,

নাহি দয়া পিতৃ পরিচয় বক্রবে তোমার।

চিত্রা। আমার উপেক্ষা দেব হাসিমুখে সহিবারে পারি,

কিন্তু মোর বক্র উপেক্ষা—

তাহার পিতার কাছে অসহ্য আমার।

যদি কোনদিন তিনি নিষ্ঠে আসি

আশীর্বাদ করেন বক্ররে—

তবে সেইদিন পাবে সে পিতৃ পরিচয়

নহে জগৎ অভাগিনী আমি,

মোর পুত্র চিবদিন থাকুক অভাগা।

হে ব্রাহ্মণ—ক্ষণকাল রহ অপেক্ষায়,

অবিলম্বে ফিবি অই মন্দির হইতে,

সঙ্গে কবে নিয়ে যাব রাজপুরে তোমা।

‘চিদ্রাজ্যদার প্রস্থান

(অতি সম্ভর্পণে বক্র ও ইরা পর্কিত অবতরণ কবিল)

ইরা। জননী চলিয়া গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা ।

ইরা । আমাদের কথা কিছু বলিয়াও তাঁরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । না ।

বক্র । হে ব্রাহ্মণ,

এইবার রাজপুরে চল তুমি আমার সঙ্গিত ,

শ্রীকৃষ্ণ । বৎস—ভেবে দেখিলাম

বিশ্রাম গ্রহণ এবে অসম্ভব মোর ।

গুরুতর কাব্য আছে,

অবিণ্ণে যেতে হবে কুরুক্ষেত্রে মোর ।

বক্র । কুরুক্ষেত্রে !

হে ব্রাহ্মণ—মোর গুরুদেব ভীষ্মদেবে চেন তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । তব গুরু ভীষ্মদেব শাস্ত্রগু নন্দন ।

জ্ঞানিলা তব জননীর কাছে,

কোনদিন যাই নাই হস্তিনানগরে,

তবে কেমনে যে ভীষ্মদেব গুরু হ'ল তব বুঝিতে না পার ।

বক্র । সত্য বটে কোনদিন যাই নাই হস্তিনানগরে,

কিন্তু দূর হ'তে কাত গাঁথা শুনিয়া তাহার,

কল্পনায় দেবমূর্তি করিয়া অঙ্কিত

এই মোর অন্তরের পুত্র তীর্থভূমে,

একমনে অঙ্গশিক্ষা করিয়াছি আমি,

জ্ঞানবুদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ দেবতার কাছে ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভীষ্মে তুমি নরশ্রেষ্ঠ কেমনে কাহলে ?

বক্র । পুনরায় কহি আমি নরশ্রেষ্ঠ তিনি ।

কহ—তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেবা জগিরাছে এই ধরাধামে ?

শ্রীকৃষ্ণ । কেন—রামচন্দ্র !

পিতৃসত্য পালনের তরে,
চতুর্দশ বর্ষ ভ্রমি বনে বনে,
অকাতরে সহিলেন,
কত কষ্ট সাক্ষী সতী সীতার সহিত ।

বক্র । কিন্তু তিনি জানিতেন,
চতুর্দশ বর্ষ পরে,
অবোধ্যার সিংহাসনে রাজা হ'য়ে বসিবেন তিনি ।
আর ভীষ্মদেব—

নহে পিতৃসত্য পালনের তরে—
শুধু পিতার সুখের লাগি,
ত্যাগের মহান বাণী মর্ন্তে প্রচারিল ।
রক্ষা তরে বংশের গৌরব
আজীবন কাটাইল রাজভৃত্য রূপে ;
শত প্রলোভনে হিমাদ্রির সম অচল অটল,
সংসারের মাঝে থাকি সংসারী দেবতা যিনি,
নন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নর ভাগ্যভের ?

শ্রীকৃষ্ণ । কিন্তু বৎস—কি কহিব আর,
মৃত আজি তব গুরুদেব ।

বক্র । মৃত গুরুদেব !

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা বৎস—
কুরুক্ষেত্রে হইয়াছে ভীষ্মের নিধন ।

বক্র । অসম্ভব ।
সম্মুখ সমরে তাঁহারে বধিতে পারে,
হেন বীর নাহি জিভুবনে ।

শ্রীকৃষ্ণ । অসম্ভব আজি হ'য়েছে সম্ভব ।
হত ভীষ্মদেব আজি অন্তায় সময়ে ।

বক্র । অন্তায় সময়ে ?

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা—অন্তায় সময়ে ?
নপুংসক শিখণ্ডরে রাখিয়া সম্মুখে
প্রবেশিল রণমাঝে যবে ধনঞ্জয়—
ধনুপ্রাণ শাস্ত্রহু-নন্দন
দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়া ধনু
একমনে একধ্যানে 'কোথা ভক্ত সখা'
'কোথা নারায়ণ' বলি ডাকিতে লাগিল ।
স্মার সেই মহাছলী কৃষ্ণের ইজিতে,
লক্ষ লক্ষ বজ্রসম বাণ
প্রহারিল ধনঞ্জয় ভীষ্মের শরীরে ।
গরাঘাতে মহাবীর পড়ি ভূমিতলে,
স্বর্গধামে চলি গেছে কুরুক্ষেত্র রণে ।

বক্র । তবে—পার্থ হ'তে হইয়াছে ভীষ্মের নিধন !

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা—ধনঞ্জয় বধিয়াছে তারে ।
সত্য যদি ভীষ্মদেব গুরুদেব তব,
এই দণ্ডে চল তুমি কুরুক্ষেত্র রণে,
খণ্ড খণ্ড করি সেই কপটী পার্শ্বেরে—
নৃশংস হত্যার লহ পূর্ণ প্রতিশোধ ।

বক্র । হে ব্রাহ্মণ—তব পদস্পর্শ করি করিলাম পণ,
এই দণ্ডে যাব আমি কুরুক্ষেত্র যাবো ,
হৃতীক্ণ শরের ঘাতে সম্মুখ সময়ে—
বিদ্রোণ করিয়া বক্ষ কপটী পার্শ্বেরে—

ভীষ্মের হত্যার লব পূর্ণ প্রতিশোধ ।

চক্রধারী নারায়ণ হন যদি বাদী,

তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর অবশ্য পালিব ।

ইয়া—গৃহে ফিরে বল জননীয়ে

অজ্ঞানে বাঁধিয়া আমি এখনি ফিরিব । (প্রস্থানোক্ত,

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা । বক্র—কোথা বাস তুই ?

বক্র । মাতা—

গুরুদেব ভীষ্মদেবে কপট সমরে

বধিয়াছে এক ক্ষত্র কুলঙ্গার ।

তারে আঁম শাস্তি দিতে চলিয়াছি মাতা ।

দাও মাগো পদধূলি—

আশীর্ব্বাদে তব

বধি সেই ক্ষত্রিয় অধমে অবিলম্বে আসিব চলিয়া ।

চিত্রা । ওরে—শোন—শোন—

কে বধেছে তোমার গুরুদেবে ?

বক্র । মাতা—বাধা নাহি দেহ মোরে ।

দেবতা সাক্ষাৎ করি—

ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করি করিয়াছি পণ—

মৃত্যুদণ্ড দিব সেই গুরুঘাতী পিশাচ অজ্ঞানে । ॥ অশ্রু ১ ॥

চিত্রা । ওরে ফিরে আয়—

পুত্র হ'য়ে মাতৃ হত্যা করিবি কি শেষে !

ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়— ॥ অশ্রু ২ ॥

(চিত্রাঙ্গদা মুক্তিলাভ করি হইয়া পড়িল)

বক্রবাহন তাঁহার যত্নে জোড়ে লইল ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

মনিপুর রাজপ্রাসাদের একটি অংশ। বক্রবাহন ও ইরা মধ্যয়ের

বেদীর উপর বসিয়াছিল, সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

~~সখীগণের গীত~~

~~কুঁড়িটি হায়ে রইবো মোরা
ফুটবো না গো ফুটবো না।
মধু মোদের মাখবো ঢেকে,
ছন্দ-দুয়ার খুলবো না—
ফুটবো না গো ফুটবো না।
গোপন থাকুক জঘাট মধু
প্রেমের পরশ চাইবো না;
সরম তুলে নখন তুলে,
বরণ তোমার করবো না—
ফুটবো না গো ফুটবো না।~~

[~~সখীগণের আহান~~

(ইরা নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যশেষে ইরা বক্রবাহনের নিকট গেল)

- বক্র । বাঃ—অতি সুন্দর ।
ইরা । কি সুন্দর বক্র ?
বক্র । তোমার নৃত্য ।
ইরা । মিথ্যা কথা ।
বক্র । ঠিক ধরেছিস্—সত্যি মিথ্যা কহিয়াছি ।
কিন্তু বল দেখি—কেমনে বুঝিলি তুই ?
কি এত শু বুঝি তোমার ।
ইরা । আমি বুঝি বোকা ?

বক্র । কে বলেছে ?

ইরা । কেন—তুমি ।

বক্র । আমি ।

তোরে বোকা ভাবিলে যে,

আমি নিজেই বোকা হ'য়ে যাব ।

ইরা । কেন ?

বক্র । বোকা বালিকারে যেবা বিবাহ করিতে চায় ,

সে যে মহা বোকা ।

ইরা । যাও—তব সনে আর কতু কথা না কহিব ।

(প্রস্থানোত্ত)

বক্র । ইরা—ইরা—শোন্—শোন্—

ইরা । কি বলিবে বল ।

বক্র । এবার কাছে আর লক্ষ্মীটি আমার ,

সত্য কথা এইবার নিশ্চয় বলিব । ইরা (ইরা বক্রর নিকটে গেল)

কি স্বন্দর তাই শুনিবারে চাস ?

স্বন্দর—অতীব স্বন্দর তোমার এই মুখখানি ।

ধরণীর অই বৃকে—

তোমার অই স্থললিত চরণ আঘাতে

প্রতিটি মুহূর্তে ছন্দ উঠিল চমকি,

সারা দেহে তোমার

তরঙ্গ ভঙ্গিমা উঠিল মূরছি ;

কিন্তু ইরা— মনে হ'ল মোর,

সব তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ তোমার এই মুখটির কাছে ।

তাই পলকবিহীন নেত্রে আছিহ্ন চাহিয়া ।

ইরা !

- ইরা । কি বক্র ?
- বক্র । তুই ভালবাসিস আমারে ?
- ইরা । ভালবাসি কি না-বাসি
তুমি কি তা পার না বঝিতে ?
- বক্র । বুঝি ।
তব্ তোয় মুখে শুনিবারে সাধ হয় মোর ।
বল—ভালবাসিস আমাবে ?
- ইরা । বাদি ।
- বক্র । ঠিক—আমারি মতন ?
- ইরা । তুমি কতখানি ভালবাস মোরে—
আমি তো জানি না তাহা ।
- বক্র । ওরে মায়াবিনী—
কত ভালবাস জানিস না তুই
পজারি যেমন,
নিনিমেয়ে চেবে থাকে প্রতিমার পানে
তেমনি বখনি
তোরে হেরি ওরে মোর আজন্মের প্রিয়—
মন প্রাণ মোর—
কৈপে উঠে অপূর্ব পুলকে ।
- ইরা । বক্র—বক্র—আমার যে ভয় হয় বড় ।
- বক্র । কেন ইরা ?
- ইরা । কেন তুমি অত ভালবাস মোরে ।
তুমি মনিপুর রাজা—
প্রজাগণ সবে দেবতার সম শ্রদ্ধা ভক্তি করে,
সর্বগুণে গুণবান তুমি,

আমি আমি—পিতৃমাতৃহীনা চির অভাগিনী ।

তব ভালবাসা— সে যে স্বপ্ন মোর কাছে ।

বন্ধ । হৃষ্ট—ফের যত বাজে কথা—

ইরা । না গো—না—

হাসিও না তুমি !

যদি কোনদিন—

প্রভাতের বরা ছোট শেফালীর মত,

অনাদরে দূরে ফেলে দাও মোরে...

বন্ধ—বন্ধ—তবে কি হবে আমার !

বন্ধ । এত ভয়—এত অবিশ্বাস ?

এর শাস্ত—

ঐ আসে সখী বাসস্তিকা ;

এর শাস্তি ক্ষণপরে দিব ।

(গীতকণ্ঠে বাসস্তিকার প্রবেশ)

মিছে কেন গাঁথি মালা—

যদি নাহি পর গলে ।

মিছে কেন বাসি ভাল—

বাবে যদি পায়ে দলে ।

বাতাস কাঁদিয়া ফিরে,

মম মন শিহরে,

চমকি চাহিলু কিরে,

ভাবি বুঝি তুমি এলে ।

বন্ধ । বাসস্তিকা—কেন এই অসময়ে আগমন তব ?

বাসস্তিকা । বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি—

জানই তো একের যখন হুসময়—

অপরের তখনই অসময়—

জগতের চিরন্তন রীতি ইহা ।

নিশ্চয়ই তোমাদের হুসময় - তাই অসময় মোর ।

বন্ধ । আনি বাঁকা কথা কহিবারে অতি পটু তুমি ।

বাসন্তিকা। শুধু তাই নহে—

বাঁকা পথে চলিবারে অতীব সক্ষম আমি।

বঙ্ক। সখী বাসন্তিকা—আজি তোমা বিচার করিতে হবে।

বাসন্তিকা। বিচার!

বঙ্ক। ই্যা—বিচার করিতে হবে।

শুধু তাই নহে—

অপরোধী হবে যোব

কিবা তার বোণ্য দণ্ড—তাঁহাও কহিতে হবে।

বাসন্তিকা। এতক্ষণে বুঝিলাম অতি অসময় মোর।

গুরুতর অপরাধ করিয়াছি রাজপুরে আসি।

সখা—করযোড়ে কহিতেছি—ক্ষমা নাও মোরে।

বঙ্ক। না না সখি—ক্ষমা নাই মোর কাছে।

বাসন্তিকা। যায় আর থাক প্রাণ—যা হবার হবে।

বল তবে শুনি—কর বিচার করিতে হবে।

বঙ্ক। আমার আর ইরার।

বাসন্তিকা। সর্বনাশ—একজন স্বয়ং মনিপুর রাজা,

অন্তর্যমী ভাবী রাজ্ঞী এ রাজ্যের।

সখা এই দেখ—নাক কান দুই মলিতেছি,

আর কত রাজপুরে আসিব না আমি।

তোমাদের বিচার করিতে আমি পারিব না।

বঙ্ক। বাসন্তিকা—এতো অতি তুচ্ছ কাজ,

এর তরে এতই চঞ্চল।

বাসন্তিকা। বটে—সাধ করে হয়েছি চঞ্চল।

বিচারের ফল যদি নাহি হয় যনোমত তব

শূল কিম্বা চিরনির্বাসন স্থনিশ্চিত অদৃষ্টে আমার।

আর যদি ইরাদেবী ক্রুদ্ধ হন মোর প্রতি,
 অই টানাটানা নয়নের চোখা চোখা বাণে,
 অবিলম্বে ভস্ম হু'বে যাব।

ইরা। এত যদি ভয় কর আমার নয়ন-বাণ,
 তবে কেন আস আমার সম্মুখে ?

বাসন্তিকা। অই এক দোষ সখি—

মনে ভাবি আসিব না তোমার নিকটে,
 কিন্তু না আসিলে মন বড় করে আনচান।

বক্র। ও সকল কথা থাক।

শোন সখি—

বাসন্তিকা। বল। (গভীর হুইয়া দাঁড়াইল)

বক্র। ইরা বলে— আমি তারে ভাল নাহি বাসি

বাসন্তিকা। তারপর—

বক্র। অবিশ্বাস করে মোরে।

বাসন্তিকা। স্বাভাবিক।

বক্র। স্বাভাবিক।

বাসন্তিকা। হ্যাঁ—অতি স্বাভাবিক।

ওটি ছিল ধর্ম মানবের ;

এই তো দেখিছ সখা—কিবা মোর রূপের জ্বোলস

কিন্তু তবু ভাবে আমিটি আমার

দণ্ডে দণ্ডে করিতেছি নব নব প্রেম।

বক্র। তবে বল—বিনা দোষে করে অবিশ্বাস।

বাসন্তিকা। হ্যাঁ—ভাবিয়া দেখিলে—সত্য তব কথা।

বক্র। তবে তোমার বিধানে—শাস্তি কিবা তার

বাসন্তিকা। তবে শুনিবে ?

বক্র । নিশ্চয় ।

বাসন্তিকা । ইরাদেবী—অপরাধ নিও না আমার ।

তবে শোন সখা,

আমি যদি হতাম পুরুষ—

করজোড়ে কহিতাম প্রিয়ারে আমার—

গীত

স্বপন প্রিয়া—স্বপন প্রিয়া আমার বুকে এসো ।

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে চোখে আমার ভাল বেসো ।

কাজল কালো অলস চোখে, গান গেয়োগো আপন স্থখে

কাজলা রাতে এলিয়ে বেণী, মুচকি হাসি হেসো ।

ফুলবাগানে আপন মনে, গঁথে মালা সন্ধ্যাপনে,

সোহাগ বারি ছড়িয়ে দিয়ে, গোপন পায়ে এসো ;

ঘুম ভাঙিয়ে ভোরের বেলা, দিও আমার গলায় মালা

বাহু লতার বঁধন দিয়ে, আমার পাশে বসো ॥

(ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

বক্র । এতদিন পরে অধমে কি হইল স্মরণ ?

(প্রণাম করিল)

ইরা—সখী বাসন্তিকা—শীঘ্র যাও

ব্রাহ্মণের তরে পাণ্ডু অর্ঘ্য কর আয়োজন ।

[ইরা ও বাসন্তিকার প্রস্থান]

ক্ষণকাল বেদী 'পরে কর দেব বিশ্রাম গ্রহণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (বসিয়া) হেথাকার সকলি কুশল ?

বক্র । ই্যা দেব—তব আশীর্ব্বাদে সকলি কুশল ।

কোথা হতে আগমন তব ?

শ্রীকৃষ্ণ । নানা কার্য্যে ব্যস্ত আমি,

একস্থানে কতু আমি পারি না থাকিতে ;
এবে ভদ্রাবতীপুর হ'তে আসিতেছি আমি ।

বক্র । কুরুক্ষেত্র মহারণ শেষ হ'য়ে গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ'্যা বৎস ।

কুরুকুল ধ্বংস করি—হইয়াছে পাণ্ডব বিজয়ী ।

বক্র । কে বধিল বীর দ্রোণাচার্য্য ?

শ্রীকৃষ্ণ । অজ্ঞান ।

বক্র । অজ্ঞান !

শিষ্য হ'য়ে গুরুহত্যা করিল সময়ে ?

শ্রীকৃষ্ণ । বৎস—সংসারের বীতি নীতি অতীব জটিল,
পারি না বুঝিতে কিছু ।

এই দ্রোণাচার্য্য—

নিজ পুত্র অশ্বথামা—তাহারে বঞ্চিত করি,

দিব্য অস্ত্র যত কিছু জানিতেন তিনি,

শিখালেন সবতনে ওই ক্ষান্তনীরে—

পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন তারে,

আর পার্শ্ব—তুচ্ছ রাজ্য লোভে,

ক্ষিপ্ত হ'য়ে মোহ মদিরায়—

অনায়াসে নিজ গুরু দ্রোণেণে বধিল ।

বক্র । আঁত নীচ স্বার্থপর কপট ফাল্গুনী ।

শ্রীকৃষ্ণ । আরো শোন বৎস,

ছলনায় প্রভাবিত কারয়া দ্রোণেণে,

বধিয়াছে সেই ক্ষত্র কুলাদার ।

বক্র । ছলনায় ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ'্যা বৎস—ছলনায় ।

কালান্তক বমসম দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ
 প্রবেশিল রণমাঝে কুদ্রমুর্তি ধরি,
 লক্ষ লক্ষ শরজালে ছাইল গগন,
 পাণ্ডব-শিবিরে উঠ ঘোর হাহাকার ।
 কারো নাহি সাধ্য হ'ল
 তেজো-দীপ্ত ব্রাহ্মণের হ'তে সম্মুখীন ।
 বহুপতি মিথ্যাবাক্য করিল প্রচার—
 দ্রোণপুত্র অশ্বখামা হত মহারণে ।
 পুত্রের নিধনবার্তা শুনি বীর দ্রোণ,
 ধনুঃশর ত্যাগ করি
 রথের উপর হ'ল অচেতন,
 সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল নয়নের ধারে ;
 স্বেয়োগ বুঝিয়া তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণে
 ধনঞ্জয় বধিল তাঁহারে ।

দ্রুপদ । ক্ষত্র হ'য়ে নিরস্ত্র শত্রু অঙ্গে শর প্রহারিল ?

শ্রীকৃষ্ণ । কারে তুমি ক্ষত্রু কহ !

ক্ষত্রিয় অধম—ক্ষত্রু কুলাসার ।
 গুরু আর পিতা উভয়ে সমান ;
 গুরু বধ যে করিতে পারে
 সে তো অনায়াসে পিতৃহত্যা করিতে সক্ষম ।
 অনিয়মে অত্যাচারে ছেয়েছে জগৎ,
 তাই আজি দুর্বল-পীড়ক, অনাচারী, অত্যাচারী—
 জগতের বৃকে বক্ষ ফুলাইয়া ফিরিছে সদন্তে ।
 ন্যায় অন্যায়েব যুদ্ধে,
 ন্যায়েব স্বপক্ষে নিষ্পেষিতে অন্যায়েরে—

কেহ নাহি হয় অগ্রসর ।

কি গভীর পরিতাপ—বীর-হীন বহুক্ষরা ।

বক্র । ও কথা বলো না দেব—

বীর-হীন নহে বহুক্ষরা ।

শ্রীকৃষ্ণ । পুনরায় কহি বীর-হীন বহুক্ষরা ।

ভ্রাতৃয়ের কারণে, রক্ষা তরে ধর্মের গৌরব
নির্ব্বিচারে কেবা পারে প্রাণ বিসজ্জিতে !

বক্র । দেব—অপরাধ নিও না দাসের,

আমি পারি ।

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি ?

বিশ্বাস না হয় মোর ।

বক্র । উত্তম—পরীক্ষা করিয়া দেখ ।

শ্রীকৃষ্ণ । মনে আছে মনিপুর-রাজ,

ভীষ্মের নিধনে হ'রে আত্মহারা

অর্জুনের মৃত্যুভিক্ষা চেয়েছিল সকাশে তোমার !

মোর পদ স্পর্শ করি প্রতিজ্ঞা করিয়া

যাও নাই কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত !

বক্র । সনে আছে দেব—সব মনে আছে ।

কুরুক্ষেত্রে যেতে মাতা নিষেধ করিল,

অনন্দের অনুরোধ এড়াতে নারিল ।

কিন্তু শোন হে ব্রাহ্মণ—

সব আছে মোর মর্মে মর্মে গাঁথা ;

ভুলি নাহি কভু—

অর্জুন অত্যাশ যুদ্ধে ভীষ্মে বধিয়াছে ।

স্বর্গগত গুরুদেব নামে করেছি শপথ,

কাল্লনীয়ে যদি পাই সম্মুখে আমার—

বন্ধের শোণিতে তার তৃপ্তিদান করিব সে অতৃপ্ত আত্মাব ।

শ্রীকৃষ্ণ । শোন বৎস—

যুধিষ্ঠির করিগাছে অশ্বমেধ যজ্ঞ অহুষ্ঠান,

মন্ত্রপুত অশ্ব তাই দেশে দেশে করিছে ভ্রমণ ।

বক্ষ্য হ'য়ে অর্জুন ফিরিছে সাথে ।

অশ্বভালে রয়েছে লিখন—

যে ধরিবে সেই অশ্ব—যুদ্ধ তার অনিবার্য অর্জুনের সাথে ।

কণ পূর্বে সেট অশ্বে দেখিগাছি আমি

অই দূর পর্বতের পাশে ।

নীত্র বাণ অশ্ব গিয়ে ধর,

অবিলম্বে অর্জুনের পাঠবে সাক্ষাৎ ।

বক্র । এস দেব—দাও দেখাইয়া ।

শ্রীকৃষ্ণ । শোন বক্রবাহ !

শপথ করহ মোর পদ স্পর্শ করি,

বিনা যুদ্ধে কভু তুমি অশ্ব নাহি দিবে ।

বক্র । তোমার চরণ ছুঁয়ে করিলাম পণ,

বিনাযুদ্ধে অর্জুনেবে অশ্ব নাহি দিব ।

শ্রীকৃষ্ণ । উত্তম এস মোর সাথে ।

[উভয়ের প্রস্থান]

(চিত্রাঙ্গদা ও চিত্রব্রথের প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা । বক্র কোথা গেল ?

চিত্রব্রথ । কিছু আগে এইখানে দেখেছিছ তারে ।

চিত্রাঙ্গদা । ছুটু ছেলে—একস্থানে থাকিতে পারে না ।

চিত্রব্রথ । শোন মাতা—বক্রর বিবাহ-দিন স্থির হ'য়ে গেছে,

বিলম্ব নাহিক আর ।

এইবার মাতা নিশ্চিন্তে থেকে না ।

তুমি যদি থাক উদাসীন—একা আমি কি করিব তবে !

চিত্রাঙ্গদা । হে পিতৃব্য—তোমারি উপরে পিতা

রাজ্যের কল্যাণ ভার করি সমর্পণ,

নিশ্চিন্তে মৃত্যুর কোলে লভেছে আশ্রয় ।

আমি নারী—আর বক্র মোর এখনো বালক ।

এ রাজ্যের—এ বংশের ভাল মন্দ

সবি গুণ্ড তব 'পরে ।

চিত্ররথ জ্যেষ্ঠর মৃত্যুর পর

শত্রুগণ অসহায় ভাবিয়া তোমা'রে

কতবার করিয়াছে রাজ্য আক্রমণ ।

কতবার গৃহশত্রু চক্রান্ত করিয়।

সিংহাসন অধিকারে করেছে প্রয়াস ।

কিন্তু একা আমি—ছিন্নভিন্ন কবি সেই চণ্ডালের জা ।

করিয়াছি শাস্তিরক্ষা, এ রাজ্যের মাঝে ।

কিন্তু মাগো—বৃদ্ধ হয়ে গেছি,

আর কতদিন বহি দাঁড়িবে বোঝা ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের তেজ—

সে বিক্রম সবি নষ্ট হয়ে গেছে ।

চিত্রাঙ্গদা । হে পিতৃব্য—

সবি জানি,

একমাত্র তোমার ভরসা করি—নিশ্চিন্তে রখেছি আমি ।

চিত্ররথ । এইবার চিত্রাঙ্গদা—বিশ্রামের প্রয়োজন মোর ।

মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি

প্রতিজ্ঞে বাজিতেছে কর্ণেতে আমার ।

বন্ধ এইবার আপনার রাজ্য আপনি বুঝিয় নক ।

এই বিবাহেতে,

বল মাতা—কারে কারে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে ।

চিত্রাঙ্গদা । বন্ধর বিবাহ—এ যে মোর জীবনের মহা-মহোৎসব !

এ রাজ্যের দীনতম ভিখারীয়ে

রাজপুরে কর নিমন্ত্রণ ।

মনিপুরবাসী যত নরনারী

মহোৎসবে মত্ত হোক আমারি মতন ।

মত্ত কার দাও রাজকোষ—

ধনরত্ন বাহা কিছু রয়েছে সঞ্চিত

হুঃখী প্রজাদের মাঝে দাও বিলাইয়া ।

চিত্ররথ । আর কাহারেও নিমন্ত্রণ করিবে না মাতা ?

চিত্রাঙ্গদা । না ।

চিত্ররথ । পঞ্চপাণ্ডবের নিমন্ত্রণ উচিত জনন !

চিত্রাঙ্গদা । কেন ?

চিত্ররথ । পুত্রের বিবাহবার্তা পিতা জানিবে না ?

চিত্রাঙ্গদা । যে জনক পুত্রের জন্মের রাখে নি সংবাদ

পুত্রের বিবাহবার্তা তাঁরে জানাবার নাহি প্রয়োজন ।

চিত্ররথ । একি অভিমান মাতা ?

চিত্রাঙ্গদা । কাহার উপর অভিমান করিব পিতৃব্য !

পঞ্চবিংশ বৎসরের মাঝে

আপন পত্নীরে যেবা করেনি স্মরণ,

তাঁর 'পরে অভিমান সাজে কি কখনো ?

চিত্ররথ । তুমি মাতা ছিলে হেতা—বহুদূরে,
তাই ধনঞ্জয় সাক্ষাতের পায়নি স্বযোগ ।

চিত্রাঙ্গদ । কেবা বলেছিল তারে রাখিতে আমারে হেথা ?

মনিপুরে রাজমাতা হ'য়ে—

ঐশ্বৰ্য্যের মাঝে চাহিনি থাকিতে কভু ।

আমি পত্নী তাঁর—ধর্ম সাক্ষী করি মোরে করেছে গ্রহণ ;

সম্পদে বিপদে আমি তাঁর সুখদুঃখ

সমভাবে বহিবারে সর্বদা প্রস্তুত ।

তবে কেন এতদিন সে আমারে করেনি স্মরণ ?

চিত্ররথ । কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবেতে

জলেছিল কি ভীষণ সময় অনল—

সবই জান তুমি ।

তাই ধনঞ্জয় ডাকে নাই সেই বিপদের মাঝে ।

চিত্রাঙ্গদ । সুভদ্রা দ্রৌপদা সম তাঁর পার্শ্বে থাক

উপেক্ষিতে শত্রুরে সদৃশে নহি কি সক্ষম আমি !

হে পিতৃব্য—তোমারি শিক্ষায় বাল্যকাল হ'তে

সর্ব অস্ত্র করেছি আয়ত্ত ;

হ'লে প্রয়োজন পারি আমি ভেটিবারে

দেবরাজ পুরন্দরে সম্মুখ সমরে ।

অস্ত্র রমণীর মত এই বাহু মোর

নহে কোমল মৃণাল—

সহস্র বজ্রের শক্তি রয়েছে সঞ্চিত ।

তবে কেন আমি তাঁর পাশে স্থান নাহি পাব !

চিত্ররথ । অতি অল্পদিন ধনঞ্জয়—

তোমা সনে মিশিবারে পেয়েছে স্বযোগ ।

তাই অল্প রমণীর সম—

কোমল স্তন্য বসি ভেবেছে তোমাতে ।

মনে হয় মাতা,

তোমাতে উপেক্ষা নহে ইচ্ছাকৃত তার ।

চিত্রাঙ্গদা । আমার উপেক্ষা !

আমার উপেক্ষা সহিবার শক্তি আছে এ বক্ষে আমার ।

কিন্তু দেব মোর বন্ধুর উপেক্ষা,

মাতা হ'য়ে আর আমি সহিতে পারি না ।

অল্প বালকের কাছে শুনি পিতার স্নেহের কথা,

পিতৃস্নেহ অভিলষী সন্তান আমার

গলাটি জড়াবে মোর কতবাব শুধায়েছে,

কেবা তার পিতা—

কিন্তু আমি তাতে কোনদিন পারিনি বলিতে—

তুর্কিসহ বেদনায় কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হ'য়ে গেছে ।

চরিত্র । ছিঃ—ছিঃ—চিত্রাঙ্গদা—কাদিও না তুমি ।

চিত্রাঙ্গদা । বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় জনক যাহার,

ধর্মের প্রতীক মূর্তি রাজ্য যুধিষ্ঠির,

দণ্ডধারী যম সম বীর বৃকোদর

জ্যৈষ্ঠতাত যার—

পরিচয়হীন হ'য়ে সে রয়েছে অগতের মাঝে,

মাতা হ'য়ে আমি দেব সেকথা কেমনে ভুলি—

এত ব্যথা রাখিবার স্থান কোথা মোর ।

চরিত্র । মাতা—দুঃখ ব্যথা নিত্য এ জগতে ।

ক্রন্দনের মাঝে মানবের জীবন আরম্ভ—

আর জীবনের পরিণতি, এই ক্রন্দনের মাঝে ।

হুঃখের নিবৃত্তি করা পরম কর্তব্য ;
 কর্মক্ষেত্রে জড়সম হ'লে অভিভূত
 হুঃখ আরো চেপে ধরে—স্থখ শাস্তি নষ্ট হ'য়ে যায় ।
 সতী তুমি—সতীকুলরাণী ছিল জননী তোমার,
 পতির উপরে অভিমান ক'রো না কখনো ।
 আমি নিজে বাব ধর্মরাজ পাশে—
 নিমন্ত্রণ করিব সাদরে ।

(ইয়ার প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা । এ কি !

মুখখানি এত স্নান কেন—কি হয়েছে ?

চিত্ররথ । কি হয়েছে দিদি ?

ইরা । দাছ, বক্র যেন কোথা চলে গেছে ।

প্রাসাদের সব স্থানে করেছি সন্ধান ।

কোথাও না পাইছ তাহারে ।

চিত্ররথ । এ তো অত্যন্ত অন্যায় তার ।

তোমারে না বলি—চলে গেছে তোমাকে ছাড়িয়া ?

ইরা । দেখতো দাছ !

চিত্ররথ । এইবার ফিরে এলে,

শাস্তি দিব তারে তোমারি সম্মুখে ।

ইরা । হ্যাঁ দাছ—তাই ক'রো—শাস্তি দিও তারে ।

চিত্ররথ । গুরুতর অপরাধ—বল দেখি—কোন্ শাস্তি দিব ?

ইরা । যাহা ইচ্ছা হয় ।

চিত্ররথ । বক্র ফিরে এলে—তার কান দুটো কেটে নিব আমি ।

ইরা । না দাছ—

কান কেটে নিলে, মোর কথা একেবারে পাবে না শুনিতে ।

চিত্ররথ । তবে মাথা ঝাড়া ক'রে বোল ঢেলে দিব ।

ইরা । না দাও, কি সুন্দর চুল তার—সব নষ্ট হয়ে যাবে ।

চিত্ররথ । তবে তো বিপদ ।

ইরা । শোন দাও,

বক্র এলে বলে দিও তারে—

আর কোনদিন যেন আমারে ছাড়িয়া কোথাও না যায় !

চিত্রাঙ্গদা । আচ্ছা—তাই হবে মা—তাই হবে ।

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—চল এইবার—বহু কার্য্য আছে ।

আসি দিদি—

[চিত্ররথ ও চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান]

(ইরা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া গাহিল)

ইরার গীত

আজি গগনে লেগেছে ঘুম ঘোর

ধরণী বাদল বিভোর ।

ঝিনি ঝিনি কেঁপে ওঠে বরষাব বাক্সার

বাদলের বীন্ তার,

ঘুমায়েছে অন্তর মোর ।

পাণ্ডুর আবরণ পারে

(কোন) অমেধার চাহনি ইসারে

বাদলের বারিধারা মাঝে

(কার) স্তম্ভুর গুঞ্জন রাজে

চঞ্চল বিরহ কাতর ।

(বক্রবাহনের প্রবেশ)

বক্র । ইরা—ইরা—শোন্—শোন্ ।

ইরা । (একবার বক্রর দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল)

বক্র । দেখে আ—

কি সুন্দর অশ ধরিয়াছি ।

- ইরা। অশ্ব। কোথা অশ্ব ?
- বক্র। ঐ দেখ্।
- ইরা। কি সুন্দর অশ্ব !
- বক্র—ওটি আমি নেব।
- বক্র। আনিস্—কার অশ্ব ওটি ?
- ইরা। না।
- বক্র। মহারাজ যুধিষ্ঠির করিয়াছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ওটি সেই যজ্ঞ-অশ্ব।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন—
যে ধরিবে এই অশ্ব—অনিবার্য যুদ্ধ তার অর্জুনের সাথে।
- ইরা। বক্র—অশ্ব ছেড়ে দাও।
- বক্র। কেন ?
- ইরা। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ—বড় ভয় হয়।
- বক্র। এত ভীক তুই !
অর্জুনের নাম শুনে ভয়েতে অস্থির !
- ইরা। শুনিয়াছি জননীর মুখে—
গাণ্ডীবী অর্জুন নাকি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর
মল্লযুদ্ধে মহাদেবে পন্নিভোষ করি
পাণ্ডপাত অশ্ব লাভ করেছে হেলায় ;
খাণ্ডব দাহনে বক্রধর দেবরাজে করেছে বিমুখ।
- বক্র। তাই আবাল্যের কামনা আমার—
দর্পচূর্ণ করিব পার্শ্বের সমুখ সমরে।
এতদিন পরে তার এসেছে স্ত্রযোগ—
বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। পাণ্ডব-শিবির হ'তে এসেছে সাত্যকি,

মাগিতেছে রাজ-দর্শন।

বক্র। নিয়ে এস হেথা।

[প্রতিহারীর প্রস্থান]

ইরা—কণকাল ব'স অই খানে।

দেখা করি সাত্যকির সনে—অবিলম্বে যাইতেছি আমি।

ইরা। বক্র—

বক্র। কোন ভয় নাই।

সাত্যকির সনে মোর নাহিক বিরোধ।

অই আসিছে সাত্যকি—যা বিলম্ব করিস না—

ইরা। দিও না তাড়াত্তে মোরে।

কোন কথা কহিব না আমি,

এক পাশে চুপ করে রহিব দাঁড়ায়ে।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। তুমি বক্রবাহ—মনিপুর-রাজ?

বক্র। অহুমান সত্য তব, আমি বক্রবাহ।

কেবা তুমি বীরবর—দেহ পরিচয়।

সাত্যকি। সাত্যকি আমার নাম—যদুকুলে জনম আমার।

বক্র। যদুকুল-ধুরন্ধর—তুমি ধাতুকী সাত্যকি?

তারপর—মোর কাছে কিবা প্রয়োজন

আনিতে কি পারি?

সাত্যকি। শুনিলাম অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব ধরিয়াছ তুমি—তাই—

বক্র। দেখিতে এসেছ সত্য কথা কিনা?

বীরবর—মিথ্যা শোন নাই তুমি।

তোমাদের যজ্ঞঅশ্ব আমি নিজে ধরিয়াছি ;

অই দেখ সবতনে রেখেছি বাঁধিয়া ।

সাত্যকি । জান—কার অশ্ব ধরিয়াছ তুমি ?

বক্র । অবশ্যই জানি ।

সাত্যকি । এই দণ্ডে অশ্ব যোরে দাও ফিরাইয়া—নহে—

বক্র । নহে স্থনিশ্চয় রণ অজ্ঞানের সনে ।

সাত্যকি । অশ্বভালে রয়েছে লিখন—পড়িয়াছ তুমি ?

বক্র । শুধু পডি নাই—অতি যত্নে রেখেছি নিকটে ।

(লিখন দেখাইল)

সাত্যকি । তোমার উত্তর ?

বক্র । ক্ষত্র হ'য়ে জিজ্ঞাসিছ উত্তর আমার ।

শোন বীরবর ।

স্বৈচ্ছায় ধরেছি অশ্ব—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব ।

সাত্যকি । এখনো বুঝিয়া দেখ ।

জান—কারে তুমি শত্রুরূপে করিছ আহ্বান ?

বক্র । জানি বীরবর ।

সাত্যকি । সামান্য বালক হ'য়ে

কেন এই বিপদেরে কর আলিঙ্গন ?

ভুবনবিজয়ী পার্শ্ব মহা ধনুর্ধর—

সহ সহোদর ভীম ভীম-পরাক্রম—

লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী অশ্বের রক্ষক ।

ক্ষুদ্র মনিপুর—তার অধিপতি তুমি—

ইয়া । ক্ষুদ্র বটে মনিপুর—কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণ নহে মনিপুর-রাজ,

শৌর্য্যে বীর্য্যে কারো হ'তে হীন নন তিনি ।

শুনিয়াছি সভ্য দেশে জনম তোমার—

নাহি জ্ঞান সভ্যতার রীতি ?

নাহি জ্ঞান—রাজ-সম্ভাষণ কেমনে করিতে হয় ?

বক্র । যাক—সে কথার নাহি প্রয়োজন—

এইবার স্বস্থানে প্রস্থান করি,

বার্তা দেহ তব ভুবনবিজয়ী বীরে,

মনিপুর-রাজ বক্রবাহ ধরিয়াছে হয়—

বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি পাবে ।

সাত্যকি । এতক্ষণে বুঝিলাম শমন নিকট,

ঘটিয়াছে মতিভ্রম তাই সবাচার ;

নহে পার্থসনে যুঝিবারে চাহ ?

শর মুখে উপাডিয়া ক্ষুদ্র মনিপুর

সাগরের জলে এই দণ্ডে করিবে নিক্ষেপ ,

স্বনিশ্চিত স্ববংশে নিধন ।

বক্র । উপদেশ-সুধা তব আকণ্ঠ করেছি পান ।

সামান্ত সেনানী ভূমি—

ইহার উত্তর তোমাতে কি দিব ?

শীঘ্র যাও—হে বীর সাত্যকি,

বল গিয়া তব প্রভু কপটী পার্শ্বেরে—

সাত্যকি । কি कहিলে—কপটী ফাজ্তনী ?

বক্র । পুনর্বার कहি কপটী ফাজ্তনী ।

স্নেহাক ধার্মিক মহাপ্রাণ ভীষ্মদেবে

বধে নাই ধনঞ্জয় কপট সমরে ?

দেবোপম গুরুদেব বীর দ্রোণাচার্য্যে

মিথ্যাভাক্যে করি প্রভাবিত

হীন পিশাচের সম—

বধে নাই তব ভুবননিজয়ী বীর পার্থ ধনুর্ধর ?

সাত্যকি । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহিমা,

মূর্থ তুমি—তুমি কি বুঝিবে ?

বক্র । বুঝিবার প্রয়োজন নাই বীরবর ।

বাও—কহ গিয়া তোমার প্রভুরে,

সাধ্য থাকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিয়া আমারে—

অশ্ব নিয়ে যাক ।

সাত্যকি । উত্তম—চলিলাম তবে ।

উপযুক্ত শাস্তি তব মিলিবে অচিরে ।

বক্র । যেতে যেতে শোন হে সাত্যকি,

কহিও অজ্ঞ নে—

নাই আমি ধর্মভাক বৃদ্ধ ভীষ্মদেব,

নপুংসকে দেখিয়া সম্মুখে

অস্ত্র ত্যাগ করিব না যুদ্ধের সময় ।

নাই আমি স্নেহাতুর দ্বিজ দ্রোণাচার্য,

মিথ্যা বাক্যে পারিবে না প্রতারিতে মোরে ।

অস্ত্র কিছু ছলা কলা জানা থাকে যদি—

তবেই কহিও তারে ভেটিতে আমারে ।

সাত্যকি । এত স্পর্ধা !

এত দম্ব তব ?

বক্র । বৃথা দম্ব করি নাই তোমাদের মত ।

কুরুপক্ষ রথিগণে ছলনায় বধি,

বীরহীন বসুন্ধরা ভাবিয়াছ মনে—

তাই দম্বভরে অশ্বভালে দিয়াছ লিখন ।

খণ্ড খণ্ড করি এই লিখনে—

করিলাম পদাঘাত তোমারি সম্মুখে ।

সাধ্য থাকে প্রতিশোধ নইও ইহার ।

[সাত্যকির সঙ্কোচে প্রস্থান

(চিত্ররথ ও চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা । বক্র !

বক্র । মাতা—আজি মোর জীবনের নব সূপ্রভাত ।

শুনিয়াছি তোমার নিকট—

তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর ;

দেখিতে তাহারে ছিল বড সাধ মোর

সেই পার্থ আসিয়াছে মনিপুরে আজি ।

চিত্রা । মনিপুরে আসিয়াছে তৃতীয় পাণ্ডব !

বক্র । যুধিষ্ঠির করিয়াছে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান,

অশ্বের রক্ষক হয়ে আসিয়াছে তৃতীয় পাণ্ডব ।

সেই অশ্ব অই দেখ সবতনে রেখেছি বাঁধিয়া ।

চিত্রা । কি করেছ অবোধ বালক !

কার অশ্ব ধরিয়াছ তুমি ?

এই দণ্ডে যজ্ঞ-অশ্ব মুক্ত করে দাও ।

বক্র । সে কি কথা মাতা !

বীর দর্পে ধরিয়াছি পাণ্ডবের হস্ত,

এই যাত্র দম্ভভরে কহিলাম সাত্যকিরে

বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব ।

চিত্রা । অবোধ সন্তান—

কায় সনে যুদ্ধ করিবারে চাহ ?

বক্র । দেহ আজ্ঞা জননী আমার,

তব আশীর্বাদে—

অৰ্জুনের দর্প চূর্ণ করিব সময়ে ।

চিত্ররথ । অসম্ভব এই যুদ্ধ শোন বক্রবাহ,

পিতা তব ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব ।

বক্র । পিতা মোর তৃতীয় পাণ্ডব ।

মাতা—সত্য—সত্য—পিতা মোর তৃতীয় পাণ্ডব !

চিত্র । ইয়া পুত্র—পিতা তব বীরশ্রেষ্ঠ পাথ ধনুর্ধর ।

অশ্ব লয়ে যাও পুত্র জনকের পাশে,

অপরোধ মাগি লহ চরণে তাঁহার ।

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—ভাবিও না তুমি—

আমি নিজেকে সন্দে করি নিয়ে যাব

বক্রবাহনে অৰ্জুনের পাশে ।

পুত্রস্নেহে বন্দী করি পাষণ্ড অৰ্জুনে,

অবিলম্বে আনিব তাহারে হেথা ।

পতি-পারিত্যক্তা অভাগিনী জননী আমার

বধনই দেখিতাম—

বেদনার ভরা ছল ছল নয়ন তোমার,

ব্যথাক্লিষ্ট মান মুখখানি,

শতধারে ফেটে যেত জীর্ণ বন্ধ মোর ।

ইয়া । বক্র—বক্র—বিলম্ব ক'রো না আর—

চল ত্বর দৃঢ়নায় গিয়ে

পাণ্ডব-শিবির হ'তে ধরে নিয়ে আসি ধনঞ্জয়ে ।

বক্র । মাতামহ—সমর ঘোষণা করি

বিনা যুদ্ধে কতু আমি অশ্ব নাহি দিব ।

ত্রিভুবনে কলঙ্ক রটিবে—

সর্ব লোকে কহিবে হাসিয়া
প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে অশ্রু ত্যজিলাম ।
শোন মাতা—তুমিই কহিলে পিতা মোর ক্ষত্র-চুড়ামণি,
বুদ্ধ করি দিব পরিচয়
সত্য আমি কি না সন্তান তাঁহার ।

চিৎ । অন্নদাতা সঙ্কেচাহ করিতে সময় !
ছিঃ—ছিঃ পুত্র ওকথা এনো না মুখে ।

শোন নাই তুমি—
পিতৃ আজ্ঞা পালিবারে
দ্বহস্তে জননী বধ ক'রেছিল দেব ভৃগুরাম !
জনক প্রসন্ন হ'লে প্রসন্ন দেবতা !

বধ । কিন্তু মাতা—
ব্রাহ্মণের কাছে কবির্যাহি অঙ্গীকার—
পদস্পর্শ করি তাঁর ক'রেছি শপথ,
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেয়ে অশ্রু নাহি দিব ।

চিৎ । কে সে ব্রাহ্মণ ?
কত দিন চিনিয়াছ তারে—কে সে তোমার ?
ছিঃ ছিঃ—এতদিন ধরি এত যত্নে কারে শিক্ষা দিছি !

কার তরে এ বৃদ্ধ বয়সে—
এ দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঢালি,
রাজ্যরক্ষা করিয়াছি আমি ।
মাতৃভক্তিহীন বর্বর সন্তান—
মাতৃআজ্ঞা লজ্জিবারে চাহ ?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । বক্রবাহ !

বক্র । দেব !

শ্রীকৃষ্ণ । মনে আছে প্রতিজ্ঞা তোমার ?

চিত্রাঙ্গদা । কে তুমি ব্রাহ্মণ—

পিতৃবধে সন্তানেরে কর উত্তেজিত ?

শ্রীকৃষ্ণ । মহারাজ বক্রবাহ—

পালিবে কি পালিবে না প্রতিজ্ঞা তোমার ?

নিরুত্তর !

কত্রিয় অধম—ক্ষত্র কুলান্দার,

জ্ঞান যদি পালিবে না প্রতিজ্ঞা তোমার—

কেন পদম্পর্শ করি করিলে শপথ !

শোন বক্রবাহ—অভিশাপ দিলাম তোমারে—

বক্র । হে ব্রাহ্মণ—কিবা অভিশাপ দিতে চাও মোরে !

অভিশাপে যদি ত

বিশ্বনাশী দাবানলে ধ্বংস হ'য়ে যাই—

সহস্র জনম হয় নরক-নিবাস—

জননীর আজ্ঞা তবু নাবিব লঙ্ঘিতে ।

জগন্নাথ! জগদ্ধাত্রী জননী আমাব—

কর আশীর্বাদ—

নির্ঝিচায়ে যেন পারি

বহিবারে আদেশ তোমার ।

(বক্রবাহন নতজায়ে হইল, চিত্রাঙ্গদা আশীর্বাদ করিল ।)

তৃতীয় অঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

(অৰ্জুন একাকী পদচারণ করিতেছিল)

অৰ্জুন । এই সেই মনিপুৰ ।

কত দিন—কত যুগ পরে আবার এসেছি হেথা ।

অই দূর যৌনমুক পর্বতের শ্রেণী,

শ্রামলিত বনানীর চঞ্চল অঞ্চল,

বর্ষার প্রাবনশ্রীত তটিনীর জল,

নৌডমুখী বিহগের অক্ষুট কাকলী,

বেন কত পরিচিত—কত আগনার ।

[দূর বনানীর বৃক্ হইতে সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল—

“ওরে পথহারা, ফিরে আয়—আয় ফিরে

বহিয়া পথের ভার,

কতদূরে যাবে আর,

সন্ধ্যা নামিল ধীরে ।”]

সত্যই তো—সংসার-মরুর মাঝে

কোথা স্বপ্ন—কোথা শান্তি ?

মনিপুর—ধরণীর নন্দন কানন—

তোর অই বনপথে স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ে

যৌবনের স্বপ্ন মোর হয়েছে সার্থক—

তোর বৃকে শুনিয়াছি যৌবনের গান,

যার ছন্দ—যার ভাষা—স্বপ্নের কল্পন,

এত দিন পরে তবু বুকের মাঝারে
ক্ষণে ক্ষণে থাকি থাকি উঠিছে রণিয়া ।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

অৰ্জুন । কি সংবাদ বৃষকেতু ?

বৃষকেতু । আমি ও সাত্যকি ছিহু অশ্বের প্রহরী ।

উজ্জলিয়া বনপথ রূপের আভায়,

সুদীর্ঘ গঠন এক হাশুময় যুবা,

অশ্ব নিয়ে গেল চলি চোখের নিমেষে ।

অৰ্জুন । কে সে যুবা পেয়েছ সংবাদ ?

বৃষকেতু । পাইয়াছি দেব ।

বক্রবাহ নাম তার মনিপুর-রাজা ।

অৰ্জুন । কোন্ ভাগ্যবান পিতা তার—জেনেছ সংবাদ ?

বৃষকেতু । না পিতৃব্য—

তার পিতার সংবাদ কেহ নাহি জানে ;

তবে শুনিলাম—মনিপুর-রাজার নন্দিনা

দেবী চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার ।

অৰ্জুন । চিত্রাঙ্গদা—চিত্রাঙ্গদা—

কি कहিলে চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার ?

বৃষকেতু । হ্যা পিতৃব্য ।

বক্রবাহে ভেটিবারে রাজপুরে গিয়াছে সাত্যকি ।

অৰ্জুন । ভয় নাই পুত্র ।

নিরুদ্ধেগে কর তুমি বিশ্রাম গ্রহণ ;

অবিলম্বে অশ্ব মোরা পাইব কিরিয়া ।

বৃষকেতু । হে পিতৃব্য—

কুদ্র মনিপুর বলি নিশ্চিত্ত থেকো না ।

যুবকের নয়নের কোণে
দেখিয়াছি আমি যেন প্রলয়ের শিখা,
কণ্ঠস্থরে শুনিয়াছি বজ্রের নির্ঘোষ।

অজ্জুন। প্রলয়ের মাঝে জনম সাহার—
তারি চোখে খেলে প্রলয়ের শিখা।
বৎস, নাহি কোন ভয়—
বিনা যুদ্ধে অশ্ব ফিরে পাইব আমরা।

বৃষকেতু। বিনা যুদ্ধে!

অজ্জুন। ই্যা বৎস—বিনা যুদ্ধে।

বৃষকেতু। হে পিতৃব্য—কেবা এই বল্লবাহ শুনিতে কি পাবি?

অজ্জুন। আমাদের পরম আত্মীয়!
পশ্চাতে কহিব সব,
যাও এবে কর বিশ্রাম গ্রহণ।

বৃষকেতু। যথা আজ্ঞা দেব।

[বৃষকেতুর পস্থান

অজ্জুন। বল্লবাহ শূনিষ্ঠয় আমারি সন্তান।
চিত্রাঙ্গদা—পরিত্যক্তা অভাগিনী প্রেয়সী আমার।
পুত্রস্নেহ-বুভুক্ষিত উষর অন্তরে
বহাইতে স্নিগ্ধ স্নেহ মন্দাকিনী ধারা
তবে তুমি এতদিন পালিয়াছ সন্তানে আমার।
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুলে করিয়া নিধন,
গৌরবের জয়টীকা পরিয়া লগাটে
দর্পভরে ভ্রমিতেছি অগতের মাঝে
কিন্তু তুমিহো জান না প্রিয়ে,
কি গভীর মহাক্ষত

রহিয়াছে বন্ধের মাঝারে ;
 অভিযু্য মৃত্যুশোক কি গভীর ভাবে
 বাজিয়াছে অন্তরে আমার ;
 কি সে তীর জালা—
 বাহার পীড়নে প্রতি পলে
 শ্বাস রোধ হইতেছে মোর ।
 তুমি এস—এস প্রিয়ে
 সাথে লয়ে পুত্রে মোর বংশের পাবন,
 অভিমানভরা ছল ছল চোখে,
 কর তিরস্কার পাবণ অজ্ঞানে ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

অর্জুন । একি—সখা তুমি ।

শ্রীকৃষ্ণ । দ্বারকায় ছিছ,

আজি প্রাতে তব লাগি মন বড হ'ল উৎসাহন ।

তাই মহা ব্যস্তে আসিতেছি আমি ।

হেথাকার সকলি কুশল—হয় নাই কোন অমঙ্গল ?

অর্জুন । তুমি যার সখা—

তুমি যারে রেখেছ চরণে,

তার অমঙ্গল কভু কি সম্ভব !

শ্রীকৃষ্ণ । যাক—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইহু ।

অর্জুন । সখা—এখনি তোমার কথা হয়েছিল মনে,

অস্তব্যামি তুমি নারায়ণ—

তাই বুঝি গুনিয়াছ ভক্তের আহ্বান ।

শ্রীকৃষ্ণ । তবে ঘটেছে কি কোনও বিপদ ?

অর্জুন । ভেবেছ কি তুমি নারায়ণ—

শুধু বিপদে পড়িলে করি স্মরণ তোমারে ?
সম্পদে বিপদে ও রাঙা চরণ দুটি একমাত্র সম্বল আমার ।
সখা—আজি মোর মহা শুভদিন,
পেয়েছি সংবাদ নহি পুত্রহীন আমি,
মহাবীর পুত্র মোর রয়েছে জীবিত ।

শ্রীকৃষ্ণ । তোমার সন্তান ! কোথা সে সখা ?

অজ্জুন । মনে পড়ে—বহুদিন আগে বলেছি তোমারে,
যৌবনের সন্ধিক্ষণে হয়েছিল দেখা
মনিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা সনে !

শ্রীকৃষ্ণ । ঠ্যা মনে পড়ে, তারে করেছিলে গন্ধর্ব্ব বিবাহ—না ?

অজ্জুন । গর্ভে তার জন্মিয়াছে বীর বক্রবাহন—
হৃন্দর স্থ্যাম যুবা নয়ন-আনন্দ ;
বৃষকেতু দেখিয়াছে তারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । বৃষকেতু কেমনে দেখিল ?

অজ্জুন । যজ্ঞঅশ্ব আমাদের নিশ্চিন্তে ভ্রমিতেছিল,
অই দূর পর্ব্বতের পাশে ।
বক্রবাহ ধরিয়াছে সেই মঙ্গুপূত হর ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যই কি ধারণা তোমার—বক্রবাহ তোমার সন্তান ?

অজ্জুন । ধারণা কি সখা—এ যে দ্রব সত্য ।
নারায়ণ—কেন দেখি চিন্তিত তোমারে ?

শ্রীকৃষ্ণ । সত্য যদি বক্রবাহ সন্তান তোমার—
তবে দেখিতেছি বিবম বিপদ ।

অজ্জুন । বিপদ ! কেন সখা ?

শ্রীকৃষ্ণ । তোমার সন্তান বীরদর্পে অশ্ব ধরিয়াছে,
বিনা যুদ্ধে কভু অশ্ব দিবে না ছাড়িয়া ।

অৰ্জুন । পুত্র হ'য়ে পিতা সনে করিবে সমর !

অসম্ভব—অসম্ভব জনাৰ্দ্দন ।

ভুলক্রমে ধরিয়াছে হয়,

অবিলম্বে বুঝি নিজ ভুল, অথ লয়ে আসিবে এখানে

পিতা-পুত্রে রণ কভু কি সম্ভব !

শ্রীকৃষ্ণ । সখা—ভগবান্ রামচন্দ্র

নিজপুত্র লবকুশ সনে করেছিল রণ ।

আর, সে সময়ও হয়েছিল যজ্ঞঅথ লাগি ।

অৰ্জুন । লবকুশ জানিত না কেবা পিতা তাহাদের ।

আর রামচন্দ্র তাহাদের পানে নি চিনিতে

নির্বাসিতা জানকীর সন্তান বলিয়া ।

এ কাহিনী চিত্রাঙ্গদা যখন শুনিবে,

দুষ্ট পুত্র সহ নিজে আসি মাগিবে মার্জন ।

(সাত্যকির প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । কি সংবাদ সাত্যকী ?

সাত্যকি । হে কেশব—কি আর कहিব—

যজ্ঞঅথ ফিরে নাহি পেল্ল ।

অৰ্জুন । যে সাত্যকি—করেছ বিষম ভ্রম,

বক্রবাহ সনে কেন করনি সাক্ষাৎ ?

সাত্যকি । হে ফাল্গুনী—আমি নিজে ভেটিয়াছি তারে ।

অৰ্জুন । কেন তুমি कहিলে না তারে—

অশ্বের রক্ষক হয়ে আমি আসিয়াছি !

সাত্যকি । তাও कहিয়াছি !

অৰ্জুন । তবু অথ নাহি দিল ?

সাত্যকি । হে গাণ্ডিবি ! কত দেশে—

কত মহারথী সহ হয়েছে সাংঘাত,
কিন্তু হেন অপমান হই নাই কতু ।
ক্ষুদ্র মনিপুৰ—অসভ্য বর্কর জাতি,
তার অধীশ্বর সামান্য বালক,
কি ভীষণ অপমান করিয়াছে মোরে—
পারিবে না ধারণা করিতে ।
বালকের স্নন্দর মূৰ্ত্তি হেরি—
অন্তরেতে স্নেহ উপজিল,
তাই বুঝাইয়া কহিমু তাহারে,
ছেড়ে দিতে রণ-অভিলাষ ।

কিন্তু সেই দুর্বিনীত অধম বর্কর,
কটু কথা উচ্চারিল তোমারি বিরুদ্ধে ;
শুধু তাই নহে—
আমাদের স্পপবিত্র সেই লিখনেয়ে খণ্ড খণ্ড করি
পদাঘাত করিল সে আমারি সম্মুখে ।

শ্রীকৃষ্ণ । অবোধ বালক না বুঝিয়া করেছে এ কাজ,
কি কহ কাঙ্ক্ষনী—

সাত্যকি । হে কেশব—

কারে তুমি কহিতেছ অবোধ বালক ?
নিজ কানে শুনিলে সে বচনের ছটা—
সম্মুখিতে ক্রোধ তব নারিতে নিশ্চয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । যাও এবে লওগে বিশ্রাম ।

অবিলম্বে আনাইব কর্তব্য সকল ।

সাত্যকি । বিবেচনা করিবার কি আছে কেশব ?

আমাদের শক্তিরে উপেক্ষা করি বক্রবাহ ধরিয়াছে হয় ,

এই দণ্ডে সৈন্তগণে করহ আদেশ—

মনিপুর রাজধানী ভাঙি পদাঘাতে,

চূর্ণ চূর্ণ করি দিক ধূলির মাঝারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । আচ্ছা যাও এবে, দেখ কোথা বৃকোদব ।

সত্যকির প্রস্থান ॥

শ্রীকৃষ্ণ । এতক্ষণে বৃকিলাম—বল্লবাহ সত্য তোমারি সন্তান ।

না হ'লে তোমার পুত্র,

পার্কৃত্য গঙ্ঘর্ষ রাঙ্ঘ্যে লইয়া জনম

এ হেন সাহস—এ হেন বীরত্ব—

হেন শৌর্য কেমনে পাইবে ?

অভিমত পুত্রশোক ভুলে যাও সখা,

কর—কর তুমি আনন্দ-উৎসব

এক পুত্র গেছে কিন্তু তারি সম

বীর্যবান পুত্র তব রয়েছে জীবিত ।

অর্জুন । কিন্তু, কি আশ্চর্য সখা—

অবোধ বালক—জেনেগুনে চাহে পিতা সনে করিতে সমর !

শ্রীকৃষ্ণ । কেন ক্ষুধ হ'তেছ অর্জুন ।

পুত্র তব বীরোচিত—কত্রোচিত কার্য করিয়াছে,

তব নাম শুনি, আজি যদি বল্লবাহ অশ্ব ছেড়ে দিত,

ব্রহ্মতাম হুনিশয় চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে,

জন্মিয়াছে এক আরজ সন্তান ।

অর্জুন । সব বুঝি—কিন্তু বল সখা কি কর্তব্য এখন ?

শ্রীকৃষ্ণ । এতক্ষণ শুধু তাই চিন্তা করিতেছি ।

জেনেগুনে সন্তানের গায়

কেমনে করিবে তুমি অস্ত্রের আঘাত ।

শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও সন্তান,

তার রক্ত নিয়ে খেলা—কোন পিতা পারে কি কখনো ?

অর্জুন । হে কেশব ! সহস্র বিপদ আসিয়াছে জীবনে আমার—

কিন্তু এহেন বিপদে পড়ি নাহি কভু ;

বিপদে উদ্ধারকারী তুমি নারায়ণ—

কোন মতে এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ।

শ্রীকৃষ্ণ । স্বইচ্ছায় বক্রবাহ অশ্ব নাহি দিবে ।

তোমার সন্তান—উচ্চশির তার

কিছুতেই নত করিবে না ।

চল মোরা দুইজন যাই সঙ্গোপনে চিত্রাঙ্গদা-পাশে,

যুক্তি ক'রে দেখি—বিনা যুদ্ধে যাহে অশ্ব ফিরে পাই ।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষকেতু । হে পিতৃব্য—শোন সুসংবাদ,

বক্রবাহ উপস্থিত শিবির-দুয়ারে যজ্ঞঅশ্ব সহ ;

মাগিতেছে দর্শন তোমার ।

অর্জুন । আসিয়াছে বক্রবাহ ।

যাও বৃষকেতু—শীঘ্র তারে নিয়ে এস হেথা ।

[বৃষকেতুর প্রস্থান]

হে কেশব ! পুত্র মোর এসেছে দুয়ারে—

দৈর্ঘ্য নাহি মানে অন্তর আমার ;

যাই—আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি তারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । দাড়াও অর্জুন ।

কারে তুমি পুত্র কহ ?

অকৃত্রিম—উদ্ধৃত যুবক—দর্পভরে যজ্ঞঅশ্ব ধরি

প্রাণভরে আসিয়াছে দিতে ফিরাইয়া ;

তারে তুমি পুত্র বলি চাহ আলিঙ্গন করিবারে ।

কত্ৰিয় নন্দন কখনো কি করে হেন হীন আচরণ ?

কত্ৰিয়ের গৰ্ব্বোন্নত মহাউচ্চশির—

পরের চরণতলে,

যেবা পারে অবহেলে নত করিবারে—

কত্ৰিয়-গৌরব তুমি,

তার সনে তোমার সম্বন্ধ কতু না সম্ভব ।

অৰ্জুন । হে কেশব ।

অবোধ বালক, আগে পারে নাই বুঝিবারে

করিয়াছে কতবড় গুরু অপরাধ ।

পরে শুনি সব কথা বুঝিয়াছে অত্যা তাহার,

তাই আসিয়াছে ছুটি মোর কাছে চাহিতে মার্জ্জনা ।

নারায়ণ—পিতার হৃদয়ে যদি নাহি বহে

মার্জ্জনায় পুত্ৰপুত্র মন্দাকিনী ধারা—

পিতা যদি সন্তানের সব অপবাধ

হাসিমুখে না করে মার্জ্জনা, নিমেষে যে সৃষ্টি লোপ হবে ।

দানবে মানবে নাহি রবে কোন ভেদাভেদ ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে কান্তনি ! ত্বায়ে বিচারে—

ধর্ম্মের বিচাবে পিতাপুত্রে নাহি ভেদাভেদ !

বিচার আসেন বসি—পিতাপুত্রে ভেদাভেদ নহেক উচিত !

পাণ্ডবের প্রতিনিধি তুমি—

পাণ্ডবের যশ মান ধ্যাতি,

সবি তব 'পরে করিছে নির্ভর ।

বক্রবাহ করিয়াছে সাত্যকিরে মহা অপমান ।

সেই অপমান শুধু কি তাহার ?

অশ্ব-ভাল হ'তে ছিঁড়ি লয়ে পুত্ৰ লিখনেরে—

পদাঘাত করিয়াছে সেই নরনাথ ।
পাণ্ডবের যশোশিরে পদাঘাত করেছে যে জন—
তারে তুমি চাহ তুলে নিতে বুকের মাঝাবে ?

অৰ্জুন । হে কেশব ! আমি যে তাহার পিতা—
এই বন্ধ ছাড়া কোথায় রাখিব তারে ?

শ্রীকৃষ্ণ । না—না পার্থ— তা হয় না কখনো ।
দুষ্ট ব্রণসম কুসম্ভানে করহ বিনাশ,
বংশের গৌরব তুমি বাখহ অটুট ।

অৰ্জুন । হে মাধব ! লক্ষ লক্ষ রমণীরে তোমার আদেশে
স্বামাহীনা পুত্রহীনা করিয়াছি আমি ;
শয়নে-স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে যেন
তাহাদের আর্তস্বর শুনি অনিবার ।
তোমার আদেশে ধর্মপ্রাণ ভীষ্মদেবে
নিজ হস্তে বধিয়াছি কপট সমরে,
শোকাতুর গুরু দ্রোণে হত্যা করিয়াছি ।
জগতের শ্রেষ্ঠ দাতা বীর চূড়ামণি
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রথহীন কর্ণ মহাবীরে
তোমারি আদেশে আমি করেছি নিধন ।
সর্বঘৃণ্য পৈশাচিক যত কিছু কাজ—
সবি আমি করিয়াছি তোমার ইচ্ছায় ;
এইবার নারায়ণ মুক্তি চাহি আমি—
ঘাতকের কার্য হ'তে মুক্তি দাও মোরে ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে অৰ্জুন ! কেবা পিতা—কেবা ভ্রাতা—কেবা গুরুদেব ।
নখর জগতে সবি মোহের ছলনা—জান না কি তুমি ?
দুর্বল হৃদয় লয়ে

মহাকার্যে—দেবকার্যে কেন আসিয়াছি ?

অৰ্জুন । ভুল—ভুল নারায়ণ—মহাভুল করিয়াছি আমি
আগে আমি পারিনি বুঝিতে—

দেবকার্যে প্রয়োজন ঘাতকের নিশ্চয় অন্তর !

এতদিনে এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,

তাই মোর অন্তরাত্মা বন্ধের দ্বারা আসি,

উচ্চৈশ্বরে মাগিতেছে মুক্তির নিঃশ্বাস ।

শ্রীকৃষ্ণ । মুক্তির নিঃশ্বাস ! দুর্বল হৃদয় পার্থ—

কেন তুমি ধর্মরাজ পাশে

যজ্ঞঅশ্ব রক্ষিবারে করেছিলে পণ ?

অৰ্জুন । কহিয়াছি দেব—মহাভুল করিয়াছি আমি ।

কহ—কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ?

নিজহস্তে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলে,

হয় যদি যোগ্য দণ্ড তার,

কহ নারায়ণ—এই দণ্ডে তোমার সম্মুখে

বন্ধ মোর চূর্ণ করে ফেলি ।

শ্রীকৃষ্ণ । তবে অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ পণ্ড হ'য়ে যাবে ?

অৰ্জুন । অত্র কারো 'পরে কর দেব দায়িত্ব অর্পণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । অত্র কেহ হ'তে এই মহাকার্য্য হইলে সম্ভব

নাহি করতাম এত অনুরোধ তোমা ;

ধনঞ্জয় এখনো ভাবিয়া দেখ,

মিথ্যা মোহে ভুলি—অকলঙ্ক বংশের সম্মান

অতল সাগর জলে দিও না ভাসায়ে ।

অৰ্জুন । যশ মান ধ্যাতি বংশের সম্মান,

সব বাক ধ্বংস হ'য়ে—

তবু পুত্রহত্যা আমি করিতে নারিব।

শ্রীকৃষ্ণ । হে পার্থ ! ভেবেছিহু এ জীবনে কহিব না সে গুপ্ত-কাহিনী ;
কিন্তু দেখিতেছি—না কহিলে নাহিক উপায়।

তুমি জ্ঞান সখা,

আত্মীয়-স্বজন—নিজ ভ্রাতা বলরাম হ’তে

ভালবাসি—স্নেহ করি তোমা ;

সুভদ্রা হরণ কালে পাইয়াছ তার পরিচয়।

বন্ধু তুমি—ভ্রাতা তুমি—তুমি মোর আত্মার অধিক।

মিথ্যা মোহে হও যদি বিপথে চালিত,

আমি বন্ধু তব, সহিতে কি পারি ?

জানি অতি ব্যথা পাবে অস্তরে তোমার,

তবু বাধ্য হ’য়ে কহিতেছি সেই গোপন কাহিনী।

শোন ধনঞ্জয়—বভ্রবাহ নহে সন্তান তোমার।

অর্জুন । এ কি কথা কহ জনার্দন ?

চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্মিয়াছে বভ্রবাহ—তবে—

শ্রীকৃষ্ণ । ইয়া—অতি সত্য কথা।

কিন্তু শুনিয়াছি—চিত্রাঙ্গদা—নহে সাক্ষীসতী।

অর্জুন । নারায়ণ—নারায়ণ—স্বরূপ হও—স্বরূপ হও।

নিষ্ঠুর ঘাতক সম

হানিও না তীব্র শেল বক্ষেতে আমার।

সত্য যদি হয়—তবু একবার মিথ্যা ক’রে বল,

যাহা কিছু শুনিয়াছ সব মিথ্যা কথা।

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন ! শাস্তচিন্তে ভাব একবার ;

নরশ্রেষ্ঠ রাম রঘুমণি

লোক অপবাদ হেতু,

আপনার কৃপা করি উৎপাটন—
 পুণ্যলোকা গর্ভবতী দেবী জানকীয়ে
 দিয়াছিল বিসর্জন দূর বনবাসে ।
 লোক অপবাদ সখা নহে উপেক্ষার ।
 জেনে শুনে পাণ্ডু-বংশের গরিমা—
 অকলঙ্ক চন্দ্র সম পবিত্র নির্মল,
 তারে আমি নাহি দিব লুপ্ত করিবারে ।
 ভেবেছিহু সে নিলঙ্ক আসিবে না হেথা ;
 কিন্তু এবে দেখি সব বিপরীত ।
 অথ দিতে চায়—লণ্ড ফিরাইয়া,
 কিন্তু যদি সে ঘৃণ্য জারজ
 পুত্রের দাবী করে তোমার নিকট,
 পদাঘাতে দাও দূর ক'রে ।
 অই আসে বক্রবাহ,
 অস্ত্রের দুর্বলতা দূর ক'রে দাও ;
 কঠোর পুরুষ তুমি—হও দৃঢ় নিয়তির মত ।
 উপদেশমত কার্য কর তুমি ,
 নহে স্থির জেনো—
 অর্জুনের সখা কৃষ্ণ কত না রহিবে ।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

(অর্জুন সংজ্ঞাহীন মত বসিয়া পড়িল—ইরা ও বক্রবাহন প্রবেশ করিল)
 ইরা । ওই হের জনক তোমার—
 ভুবনবিজয়ী পার্থ গাণ্ডীবী অর্জুন ।
 যাও—লজ্জা কি তোমার ।
 শুনিয়াছি—
 পিতার বন্ধেতে

সন্তানের তরে কমা চির পুঞ্জীভূত ।

চরণে করিয়া নতি কহ বুঝাইয়া—

করিয়াছ অপরাধ না জানিয়া তুমি ।

সব অপরাধ তব করিয়া মার্জনা,

মহানন্দে বন্ধে তুলে লইবে ভোমারে ।

বক্র । ইরা—পিতা তো আমারে কই করে না আহ্বান !

ইরা । ভারী বোকা তুমি ।

কেমনে জানিবে পার্থ, তুমি সন্তান তাঁহার ?

যাও বসি তাঁর পদতলে দাঁও পরিচয়,

তবে তো সে আপন সন্তান জানি বৃকে তুলে নেবে ।

বক্র । একবার চাহ দেব নয়ন মেগিয়া,

চরণের প্রান্তে তব উপস্থিত দাস ।

অৰ্জুন । নারায়ণ—নারায়ণ—শক্তি দাঁও—শক্তি দাঁও বন্ধেতে আমার ।

(বক্রর প্রতি) কে তুমি ? কি চাহ এখানে ?

বক্র । আমি দেব বক্রবাহ—

আসিয়াছি পূজিবারে চরণ তোমায় ।

অৰ্জুন । এত ভক্তি কোথায় লুকায়ে ছিল,

যজ্ঞ-অশ্ব যবে তুমি করিলে বন্ধন ?

বক্র । আগে দেব পারিনি জানিতে তব সত্য পরিচয়,

তাই না জানিয়া অপরাধ করেছি চরণে ।

অৰ্জুন । এবে বুঝি প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে

অশ্ব নিয়ে এসেছ এখানে ?

বক্র । দেব—জন্মিলে মরণ হবে জানি স্থনিশ্চয় ;

যোদ্ধা আমি—অমৃত্যু মোর কাছে দুই-ই সমান ।

নহে দেব—প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে আসি নাই হেথা,

আজন্মের সাধ হেরিতে চরণ তব—

আসিয়াছি মিটাইতে সেই চির আশা ।

অর্জুন । এত প্রতারণা ভরা—এত ছলমাখা কথা—

কোথায় শিখেছ তুমি গন্ধর্ব্ব-যুবক ?

বক্র । করিও না অবিচার অধর্মের 'পরে ।

শোন দেব—তীর্থ পর্য্যটন কালে,

গন্ধর্ব্ব-দুহিতা দেবী চিত্রাঙ্গদা সনে

হ'য়েছিল বিবাহ তোমার ।

তাঁরি গর্ভে তোমার ঔরসে জনম আমার ।

অর্জুন । এতক্ষণে বুঝিলাম কেন এসেছিস্,

এতক্ষণে বুঝিয়াছি—কিবা অভিপ্রায় ।

লজ্জাহীন অধম বর্কর—

কারে তুই কহিস জনক—কেন তোর পিতা ?

বক্র । ক্রুদ্ধ নাহি হও দেব—

অজ্ঞানের অপবাদ ক্ষমা কর তুমি ।

শুনিয়াছি—পিতৃস্নেহ বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ,

জনকের পদছায়া শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি,

তাই আজন্মের সাধ লয়ে এসেছি দৃষ্টিরে ।

তোমার চরণ ছুঁয়ে কহি সত্য কথা—

তুমি দেব চিরপূজ্য জনক আমার ।

অর্জুন । আমি শুনিয়াছি তোর জন্মকথা ।

রে নির্লজ্জ—হেন স্পর্ধা তোর—

পিতা ব'লে সম্ভাবিতে চাহিস আমাবে ।

ইয়া । সাবধান ধনঞ্জয় —

জান—কারে তুমি কহিয়াছ হেন হীন বাণী ?

অর্জুন । জানিতে কি পারি—কেবা তুমি বালা?

ইরা । হে অর্জুন—এসেছিহু দিতে মোর আত্মপরিচয়,
এসেছিহু আশীর্বাদ মাগিয়া লইতে ।
কিন্তু হীন কটু বাণী শুনিয়া তোমার মুখে—
লজ্জায় ঘুণায় সকল অন্তর মোর উঠিছে কাঁপিয়া ।
হইতেছে মনে—

এত বড় মহা ভুল কেন আমি করিহু জীবনে ।
কেন আসিতে আসিতে
পথিমারো বজ্রাঘাতে মৃত্যু নাহি হ'ল ।

অর্জুন । শুনিতে কি পারি—কেন ক্রুদ্ধ হ'লে আমার উপরে ?
কিবা অপরাধ করিয়াছি তোমার নিকট ?

ইরা । মদগর্বী ক্ষত্রিয় অধম—
কিবা অপরাধ তব নাহি জান তুমি ?
ভেবেছ কি মনে—
আকাশে দেবতা সব রয়েছে নিদ্রিত,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা লুপ্ত হ'য়ে গেছে ।
এত বড় মহাপাপী মহা-দুরাচার—
সন্তানের জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ কর তুমি ।

অর্জুন । কারে তুমি কহিতেছ সন্তান আমার ?
হৃভদ্রা-নন্দন অভিমত্যা আছিল সন্তান মোর ,
দ্রোণ দ্রোণী কর্ণ আদি সপ্তরথী সনে,
সিংহশিশুসম করিয়া সমর
স্বর্গধামে চলে গেছে কুরুক্ষেত্র রণে ।
সেই পুত্র ছিল মোর বংশের গৌরব ।
আর এই কাপুরুষ—গর্ভভরে অশ্ব ধরি—

শেষে ভয় পেয়ে কহিতেছে সন্তান আমার ।

আমার সন্তান হ'লে—অনায়াসে প্রাণ ত্যাগিত সমরে,
অশ্রু লয়ে কভু আসিত না হেথা ।

ইয়া । বুঝিলাম শমন নিকট তব—

তাই সন্তানের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য 'পরে

অবহোল কর পদাঘাত !

উত্তম—কালি প্রাতে সমরের সাধ তব

মিটাইবে মনিপুর-রাজা ।

বক্র—বক্র—উঠে এস—

একদণ্ড থাকিতে দিব না এই নরকের মাঝে ।

বক্র । এই পিতা—এই পিতৃশ্নেহ—এরি তরে মানব ভিক্ষুক !

কেমনে কহিল মাতা—

পিতার চরণতল মানবের পুত স্বর্গধাম !

না—না—আমি যাব না এখান হ'তে ।

মাতার আদেশ—

যত কিছু অবিচার—যত অত্যাচার হোক আমার উপরে,

তবুও পূজিব আমি পিতার চরণ ।

পিতা—পিতা—পূজিতে চরণ তব স্বযোগ পাইনি কভু,

একবার—শুধু একবার—

জীবনের সাধ মোর পুরাইতে নাও ।

(পদধারণ)

কর—কর তুমি পদাঘাত—

তবু আমি ছাড়িব না চরণ তোমার ।

অজ্ঞান । ছাড়—ছাড়—ছেড়ে দে চরণ ।

(পদাঘাত)

কুলটার পুত্র—জারজ—

বক্র। মা—মাগো—

ইয়া। জারজ—জারজ।

রে অর্জুন—কারে তুমি কহিছ জারজ !

কুস্তীর নন্দন কহে জারজ অপরে ।

বক্র—বক্র মাতৃনিন্দাকারী বর্করের পদতলে

এখনো রয়েছে পড়ি ?

ওঠ—মুছে ফেল নয়নের জল—

অগ্নিবৃষ্টি করি ওই নয়ন হইতে

ভস্ম কর—ধ্বংস কর এই নরাধমে ।

বক্র। সত্য—সত্য ইয়া—কেবা পিতা—

পিতৃভক্তি দেখাব কাহারে ।

দেবীৰূপা জননীরে যে কহে কুলটা—

হলেও সে নিজে ভগবান—

আমার নিকটে কতু ক্ষমা নাহি তার ।

শোন—শোন তুমি ভুবনবিজয়ী বীর পার্থ ধনুর্ধর—

জননীরে কলঙ্কিনী কহিয়াছে যেই জিহ্বা তব—

কালি রণে সেই জিহ্বা নবাগ্রে উপাডি

পদতলে নিষ্পেষিত করিব নিশ্চয় ।

নাহি যদি পারি—বুঝিব জারজ আমি,

সত্য নহে চিত্রাঙ্গদা জননী আমার ।

[বক্রবাহন ও ইয়া প্রস্থান

(অর্জুন উন্নতের যত পদচারণ করিতে লাগিল । একবার আসনে

উপবেশন করিল—তারপর বক্রবাহন যেদিকে গিয়াছে সেই দিকে

প্রহানোত্তত হইল—এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিল)

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন—অর্জুন—

অৰ্জুন । নারায়ণ—নারায়ণ—বর্ণে বর্ণে পালিয়াছি আদেশ তোমার ।

কহিয়াছি তারে কুলটা জননী তার—

নিজে সে জাবজ ।

পিতা বলি যেই মোর ধরেছে চরণ—

পদাঘাত করিয়াছি তারে ।

নয়নের জলে ধোয়াইয়া চরণ আমার

কাঁদিতে কাঁদিতে বালক ফিবিয়া গেছে ।

বল—বল অনাৰ্দ্দন—বগ এইবার—

আরো কিছু করিবার বাকী থাকে যদি ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন ক্ষুব্ধ হ'তেছ অৰ্জুন ?

বীরোচিত—ক্ষত্রোচিত কার্য করিয়াছ ।

অৰ্জুন । ক্ষত্রোচিত ।

সত্য রমণীর অপমান—

মাতার কলঙ্ক কথা সন্তানেরে কহা -

হয় যদি ক্ষত্রিয়ের রাতি,

এই দণ্ডে ক্ষাত্ৰধন্য দিয়া বিসৰ্জন—

চণ্ডালত্ব করিত্ত্ব গ্রহণ ।

(মুক্তার হাব ছিঁড়িয়া ফেলিল!)

শ্রীকৃষ্ণ । অৰ্জুন—অৰ্জুন উদ্গাদ হয়েছ তুমি ?

কোথা যাও শিবির ছাড়িয়া ?

অৰ্জুন । নারায়ণ—নারায়ণ—

বালকের অশ্রুসিক্ত মুখখানি পড়িতেছে মনে,

উদ্দাম তরঙ্গক্ষিপ্ত শুভ্র কেন-কিরীটির সম

নয়নের ধারা তার আসিছে মথিতে মোরে ;

হলেও জাবজ—একবার—শুধু একবার

বক্ষে ভুলে লইব তাহারে ।

ছেড়ে দাও—ধবি পায় ছেড়ে দাও মোরে ।

চতুর্থ অঙ্ক

মনিপুর রাজপ্রাসাদ-অলিন্দ

উৎসবরতা সখীগণ

গীত

আজি গগনে স্বপন বুলায়ে

এলো কে এলো কে ।

মনেয়ে কি মোহে ভুলায়ে পলকে ।

শত জনমের তিরাসী,

কোথা হ'তে শেল আশা—

সঞ্চিত বেদনায় ভুলায়ে বলকে ।

আকাশে বাতাসে বাজে কার

পরিচিত পদধ্বনি অনিবার,

এতকাল যে ছিল ছিন্ন,

বুঝি সে হ'ল অবতারণ,

দৃষ্টি হিয়ায় ধীরে এলায়ে অলকে ।

[সখীগণের প্রস্থান

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা । অই দিন শেষ হ'য়ে আসে ।

লজ্জানত্ন আরক্ত বদনে—

অস্তাচলে পশিছেন দেব দিনকর ।

এরি এক গোধূলি-সন্ধ্যায়

মনের গোপন দ্বারে দেবতা আমার—

আচম্বিতে দিয়াছিলে মুহূ করাঘাত ।

কত দিন—কত বর্ষ—কত যুগ-যুগান্তর গিয়াছে কাটিয়া

সন্ধ্যার আঁধার মাঝে তবু প্রতিদিন
 শুনি যেন তোমার পায়ের ধ্বনি—
 অতি মৃদু...ভাবাহীন—তবু ক'ও অর্থভরা ।
 ওগো নিষ্ঠুর দেবতা—
 তোমার নির্ধম কণ্ঠে বলে দিয়ে যাও—
 এতদিন ধরি সবি স্বপ্ন দেখিয়াছি—
 সবি স্বপ্ন মোর ।

(বাসস্তিকার প্রবেশ)

বাসস্তিকা । মা—মা বন্ধ এসেছে ফিরিয়া,
 এইমাত্র দেখিলাম রথ হতে নামিতে তাহারে ।

চিত্রা । আর কে কে সঙ্গে আছে তার ?

বাসস্তিকা । বহু লোক সাথে আছে ।

আমি শুধু দেখি তারে এসেছি চলিয়া ।

চিত্রা । বাসস্তিকা—লক্ষ্মী মা আমার—

পুরনারীগণে কহ দিতে উলুধ্বনি,

করিবারে ঘন ঘন শুভ শঙ্খনাদ ।

[বাসস্তিকার প্রস্থান]

অনিশ্চয় ধনঞ্জয় এসেছেন সাথে ।

হে প্রিয় আমার—হে মোর দেবতা—

এতদিন পরে তুমি এসেছ ফিরিয়া ।

এতদিনে পূজা মোর করিলে সার্থক ।

ওগো প্রিয়—ওগো প্রিয়তম—

দূর হতে লও দেব প্রণাম আমার ।

(অজ্জুনকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিল—সেই মুহূর্ত্তে বক্রবাহন দ্রুত

প্রবেশ করিয়া তাঁহার কোলে আছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে ইরা)

বক্র । মা—মা গো—

চিত্রা । ওরে মোর অভিমানী অশান্ত সন্তান—
কি হয়েছে বাছা ?

বক্র । মাতা—সত্য কহ—আমি কি জ্বরজ ?

চিত্রা । বক্র—জানিস কি তুই—

কিবা অর্থ ও ঘৃণ্য বাক্যের ?

বক্র । জানি মাতা—সব জানি আমি ।

পুত্র হ'য়ে জন্মদাত্রী দেবী জননীয়ে

ও কথা ভিজ্রাসা করা পাপ—মহাপাপ ;

কিন্তু মাতা—অস্তরের মাঝে

জলিতেছে দাউ দাউ নরকাগ্নি শিখা—

পাপপুণ্য সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ।

চিত্রা । বক্র—বক্র—উদ্ভাদ কি হ'য়েছিস তুই ?

বক্র । মাগো, সেও ভাল ছিল মোর ।

নাহি জানি কোন্ পাপে জ্ঞানবুদ্ধি হয় নাই লোপ ?

মাতা—মাতা—মুখপানে চাও একবার,

দেখ দেখি—সত্য প্রকৃতিহু আমি, কিছা হ'য়েছি উদ্ভাদ ।

সত্য আমি মনিপুরে মাতা সনে কহিতেছি কথা

কিছা প্রেতলোক হ'তে প্রেতের আকার ধরি,

প্রেতের কল্পনা লয়ে এসেছি ফিরিয়া ।

চিত্রা । ওরে কেন তুই হয়েছিস এতই চঞ্চল—

কেবা তোরে কি বলেছে বল ?

বক্র । মাগো—জেনে শুনে অপমান হ'তে

কেন তুমি পাঠাইলে পাণ্ডৱ-শিবিরে ?

সন্তান বলিয়া এতটুকু দয়া হ'ল না তোমার ?

চিত্রা । পাণ্ডব শিবিরে—পার্থের সম্মুখে—

কার হেন স্পর্ধা হ'ল—লাঞ্ছনা করিতে তোরে ?

স্বৈচ্ছায় মৃত্যুরে কেবা করিল আহ্বান ?

ইরা । নিজে ধনঞ্জয় করেছে লাঞ্ছনা ।

কি সে অপমান—

মাতা তুমি, উচ্চারিতে নাহি পারি সম্মুখে তোমার ।

চিত্রা । সত্য—সত্য নিজে ধনঞ্জয় করেছে লাঞ্ছনা ?

বক্র । শুধু যদি করিত সে আমার লাঞ্ছনা,—

কোন ক্ষোভ ছিল না আমার ;

তোমারেও অপমান করিয়াছে মাতা !

চিত্রা । ওরে ও অবোধ—

তার কাছে মান অপমান কিছু নাহি মোর ।

তারি মানে মোর মান,

তারি অপমানে অপমান মোর ।

যদি তিনি ক'রে থাকে মোর অপমান—

তবে তিনি অপমান ক'রেছে নিজেরে ।

কি ক'য়েছে তৃতীয় পাণ্ডব ?

বক্র । তোমার আদেশে অশ্ব নিয়ে গেলু আমি অর্জুনের পাশে ।

চরণে করিয়া নতি কহিলাম তারে,

না জানিয়া অশ্ব ধরিয়াছি,

তারপর কহিহু তাহারে মোর জন্মকথা ।

পিতা বলি যেই আমি ধরিহু চরণ,

পদাঘাত করিল আমারে ।

চিত্রা । সে কি—ধনঞ্জয় পদাঘাত করিয়াছে তোরে ।

বক্র । মাগো বার বার পদাঘাত করিল আমারে ।

ক্রোধে সর্ব অঙ্গ মোর উঠিল জলিয়া,

কিন্তু নয়নের পথে মোর উঠিল ভাসিয়া...

চিরদ্বান মুখখানি তব—

এক দণ্ডে সব ক্রোধ জল হয়ে গেল ।

তুচ্ছ পদাঘাত, তার তরে কোন ক্ষোভ নাই ;

কিন্তু মাগো আশীবিধ সম তীব্রভাবে

কহিল আরজ মোরে,

তোমাতে মা কহিল কুলটা ।

চিত্রা । ভগবান্—ভগবান্,

এখনো কি পবীক্ষার বাকী আছে প্রভু !

এখনো কি চাহ দেখিবারে—

কত সয় নারীর পরাণে ।

বল্ল । কাদিও না জননী আমার ।

অপমান তব শেলসম বিঁধিয়াছে অন্তরে আমার—

এব প্রতিশোধ আমি নিজে লইব জননী ।

চিত্রা । কার 'পরে প্রতিশোধ চাস লইবারে !

সে যে তোর পিতা—

তার চেয়ে মহান্ দেবতা এ জগতে কেহ নাহি তোর ।

ইরা । দেবতা দেবতা !

যে দেবতা কহিল মা তোমাতে কুলটা,

হোক সে দেবতা কিম্বা নিজে ভগবান্,

তারে মোরা পারিব না ক্ষমিতে কখনো ।

চিত্রা । মুখের কথায় কিবা আসে যায় ;

পার্থ কহিয়াছে আমায়ে কুলটা

তাহে কিবা ক্ষতি মোর ।

সত্যি কিম্বা নহি সত্যি আমি

অস্ত্রধারী ভগবান জানে ।

ভুবনবিজয়ী পার্থ ক্ষমতার উচ্চাসনে বসি

ভুলে গেছে অতীতের কথা ।

তঁার দম্ভ—তঁার গর্ব—তঁার আভিজাত্য অভিমান লয়ে,

থাকুক সে আপন আশ্রয়ে ;

মাতা পুত্র মোরা দুইজন,

শাস্তির সন্নেহ ছায়ে

ক্ষুদ্র এই সংসারের মাঝে ছিলাম যেমন—

হিংসাহীন, ধৈর্যহীন, পরিপূর্ণতার স্বৰ্ণে,—

ভেমনি থাকিব মোরা ।

যত কিছু অপরাধ করুক না কেন,

তবু পার্থ তোর পিতা—সাক্ষাৎ দেবতা তোর !

ইয়া । কারে তুমি বার বার কহিছ দেবতা ?

দেবতা দেখিব বলি গিয়াছিহু পাণ্ডব-শিবিরে,

কিন্তু সেখা দেবতার পরিবর্তে দানবে দেখিয়া এত ।

বক্র । শোন মাতা—কালি প্রাতে

মানব-নিধন-যজ্ঞ হইবে আরম্ভ ;

পার্থ হবে সেই যজ্ঞে প্রথম আহুতি ।

চিত্রা । চির শাস্ত্র ধীর স্থির সন্তান আমার—

প্রতিশোধ কভু মেলে কি হিংসায় ?

এ নিশ্চয় কোন দৈব অভিশাপ—

নহে কেন জ্ঞানবুদ্ধি হারাইল তৃতীয় পাণ্ডব !

শোন পুত্র রাধা মোর কথা—

বৃথা রণে নাহি কোন ফল ।

ইয়া । বৃথা রণ ! কি কহিছ মাতা ?

মনিপুরে আসি তোমায়ে মা কহিয়া কুলটা,

বিনা শাস্তি ফিরে যাবে সেই নরাধম—

এও কি সম্ভব কভু ।

ত্রিভুবনে অপবশ রাটিবে ;

লোকে কবে বীরহীন মনিপুর—

তাই মনিপুর রমণীর সতীত্ব লইয়া

ব্যঙ্গ করে স্পর্ধিত কুকুর ।

বল্ল । মাতা—কোন মতে পারিবে না বুঝাইতে যোরে ।

কালি প্রাতে পার্থগনে যুদ্ধ হুনিশ্চয় ।

চিত্রা । শোন বল্ল—

যুদ্ধে যেতে পারিবে না তুমি ।

আজ্ঞা মোর অবশ্য পালিতে হবে ।

আদেশ আমার যদি না কর পালন—

বুঝিব নিশ্চয় পুত্রহানা আমি,

এতদিন স্তনদুগ্ধে পালিয়াছি কালভুজঙ্গম !

বল্ল । মাতা—তব নামে করেছি শপথ,

পণ ভঙ্গ কভু না করিব ।

কালি প্রাতে আমি কিম্বা পার্থ

দুজনার একজন ধরা হতে লইবে বিদায় ।

পুত্র কিম্বা স্বামী কারে চাহ তুমি ?

চাহ যদি আমার মঙ্গল—

হাসিমুখে আশীর্বাদ করিয়া আমারে পাত্যও সমরে,

তুচ্ছ পার্থ কি করিবে মোর—

নিজে যম ডরে যাবে পলাইয়া ।

আর যদি, স্বামীর মরণভয়ে আশীর্বাদে হও মা কাতর—

কালি প্রাতে পুত্রের মরণ বস্ত্রে নিমজ্জন রহিল জননী ।

[বক্রবাহনের দ্রুত প্রস্থান]

চিত্রাঙ্গদা। বক্র—বক্র—

[চিত্রাঙ্গদা ও ইরার প্রস্থান]

(শ্রীকৃষ্ণ ও চিত্রবর্ষেব প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বহুদিন হ'তে জানি আমি

পার্থ অতি নীচ—অতি কুটিল হৃদয়।

সে কারণে বক্রবাহে করেছিহু মানা

অশ্ব লয়ে বাইতে সেখানে।

অশ্ব ফিরাইয়া দিতে,

যদি ছিল তোমাদের এতই আগ্রহ—

কেন অস্ত্র কোন সৈনিকের সনে

অশ্ব নাহি দিলে ফিরাইয়া ?

চিত্রবর্ষ। হে ব্রাহ্মণ—আগে আমি পারিনি বুঝিতে

মহাভ্রম কারয়াছি এ বৃদ্ধ বয়সে।

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবের রীতিন তি শোন নাই তুমি।

অতি তুচ্ছ ভূখণ্ডের লাগি—

আত্মীয়স্বজন ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র গুরুদেব

নিজ পিতামহ - মনেও পড়ে না মোর—

আরো আরো কতজনে ব'ধল সমরে।

হায়রে অগৎ—হায় রাজসিংহাসন—

তুচ্ছ রাজত্বের মোহ এতই প্রবল—

আত্মপর সব হয় একাকার !

আচ্ছা—সত্যাই কি ধনঞ্জয় করেছে কুলটা চিত্রাঙ্গদা মারে ;

চিত্রবর্ষ। ই্যা—ধনঞ্জয় নিজে কহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন তুমি। নজে যাও নাই পাণ্ডব-শিবিরে ?

নিজ কানে যদি শুনিতে একথা,

যোগ্যদণ্ড নাহি দিয়া সেই নরাধমে—

হাসিমুখে পারিতে কি চলিয়া আসিতে ?

চিত্ররথ । বুধা লজ্জা দিও না ব্রাহ্মণ ।

পরের শিবিরে কি করিতে পারিতাম আমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । পরের শিবির । কি হয়েছে তাতে ?

তুমি যদি কহ কুলটা আমার কণ্ঠা—

তোমার প্রাসাদ বালি—প্রাণের মমতা করি,

তোমারে না দিয়া দণ্ড হাসিমুখে যাইব চলিয়া ?

বুঝিয়াছি—চিত্রাঙ্গদা নহে তো নন্দিনী তব—

জ্যেষ্ঠের তনয়া সে যে,

তাই কোন ব্যাধা বাঞ্ছে নাই অন্তরে তোমার ।

চিত্ররথ । হে ব্রাহ্মণ—নাহি জান কত স্নেহ করি তারে,

তাই হেন অভিযোগ করিলে আমারে ।

পুত্রকণ্ঠা কেহ নাহি মোর—

অন্তরের পুঞ্জীভূত সবটুকু স্নেহ

তারি শিরে এতদিন ঢালিয়াছি আমি,

শুধু তারি তরে এ রাজ্যের গুরুভার বহিতেছি শিরে ।

জানিও নিশ্চিত—তার অপমানকারী

কালি প্রাতে রণস্থলে যোগ্য দণ্ড পাবে ।

শ্রীকৃষ্ণ । তব যোগ্য কথা কহিয়াছ গন্ধর্ব্বপ্রধান ।

কালি রণে যে ভাবেতে হোক—

পার্শ্বে বধ করিতে হইবে ।

কিন্তু বৃদ্ধ তুমি পারিবে কি যুঝিতে গাণ্ডীবী সনে ?

মনিপুরে বক্রবাহ ছাড়া

অন্য কেহ নহে সমকক্ষ তার ।

কিন্তু বক্রবাহ করিবে কি রণ পার্শ্বের সহিত ?

চিত্ররথ । সিংহশিশু বক্রবাহ জানিও ব্রাহ্মণ ।

তার জননী'র নামে ক'রেছে শপথ,
পার্থে বধ করিবে সে কালিকার রণে ।

শ্রীকৃষ্ণ । চিত্রাঙ্গদা নারী—কোমল হৃদয়া,
স্বামীসহ রণে পুত্রে কভু নাহি দিবে অমুমতি ।
চিত্রাঙ্গদা যেন কোনমতে বক্রবাহে ভেটিতে না পারে ;
কালি সকাল পর্য্যন্ত সাথে সাথে রাধিও বক্ররে ।

চিত্ররথ । সত্য কহিয়াছ ।

শ্রীকৃষ্ণ । ইয়া—এক কথা—অৰ্জুনেরে ভাল জানি আমি ।
বিপদ আসন্ন দেখি—
কোন ছলে রাজপুরে হয়তো আসিতে পারে ।
আজ রাত্রে প্রাসাদ দুয়ারে থেকো তুমি খুব সাবধানে ।
কোন মতে চিত্রাঙ্গদা কিম্বা বক্রবাহ সনে
সাক্ষাতের যেন না পায় সুযোগ ।
ওই আসে চিত্রাঙ্গদা—চলিলাম আমি । [শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান
(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা । হে পিতৃব্য— পাণ্ডবের সনে চাহ নাকি করিতে সমর ?
মনিপুর হবে পাণ্ডববিরোধী— এও কি সম্ভব !

চিত্ররথ । কেন মাতা নহেক সম্ভব ?

চিত্রাঙ্গদা । জানবুদ্ধ তুমি দেব গন্ধর্ব-গৌরব—
তুমি কি বোঝ না কেন নহেক সম্ভব ?

চিত্ররথ । না ।

চিত্রাঙ্গদা । সব কথা শুনিয়াছি বক্রর নিকট,
কিন্তু তবু পুত্র হ'য়ে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র কবিবে ধারণ ?
কত চেষ্টা করিলাম বুঝাইতে তারে,
কোন মতে বুঝিল না অবোধ সন্তান ।
তুমি বুঝাইয়া কহ তারে ছেড়ে দিতে রণ অভিলাষ ।

চিত্রব্রজ । চিত্রাঙ্গদা—অনিবার্য এই যুদ্ধ আজি ।

গন্ধর্বের চিরোন্নত শিরে—

করিয়াছে পদাঘাত গর্জিত ফাঙ্কনী ।

উপর্যুক্ত প্রতিশোধ লইব তাহার ।

চিত্রাঙ্গদা । হে পিতৃব্য !

কহিয়াছে ধনঞ্জয় কুলটা আমারে—

অপমান করেছে আমার—সেই হেতু রণ ?

মান অপমান সব সেই দিন শেষ হয়ে গেছে,

ধর্মসাক্ষী করিয়া যেদিন—

আশনারে সঁপিয়াছি চরণে তাঁহার ।

তুমি জ্ঞান দেব—স্বামীপদ একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান মোর,

তবু স্বামী কহিল কুলটা মোরে ।

বেঁচে থাকা এত বিড়ম্বনা—আগে আমি পারিনি বুঝিতে ;

সতীর কুলটা নাম—কত বড় অভিশাপ

একমাত্র জানে সেই সতী ।

তবু ধনঞ্জয়—চিরায়ত চিরপূজ্য দেবতা আমার ।

হে পিতৃব্য—তুমি মোর পিতার অধিক ;

ব্যথার উপর ব্যথা দিও না আমারে ।

চিত্রব্রজ । চিত্রাঙ্গদা সব জানি—সব বুঝিতেছি ;

কিন্তু নারীর সম্মান যেথা নষ্টক অটুট,

সে দেশের পুরুষের লোকে নাহি কহিবে পুরুষ—

ক্লীব বলি ডাকিবে সকলে ।

চিত্রা । আমি ছাড়া অন্য কোন রমণীর অপমান পার্থ করে নাই ।

আমি যদি হাসিমুখে সহ্য করি তাহা,

তুমি দেব পার নাকি ক্ষমিতে তাঁহারে ?

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—তব স্বামী স্নেহপাত্র নহে কি আমার ?

আমি নিজে পারি ক্ষমা করিতে তাহারে,

কিন্তু রাজপ্রতিনিধি আমি—

সমস্ত গন্ধর্ব্ব জাতি

তাহাদের মান-অপমান, যশ-অপযশ

সমর্পণ করিয়া আমারে রয়েছে নিশ্চিত ;

প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কোন কাজ করিতে পার না আমি ।

প্রজার জননী তুমি—দেবী তুমি তাহাদের চোখে,

যদি তব অপমান অকাতরে সহি,

প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হয়ে চাড়িবে উত্তর ।

বল--কি উত্তর দিব তাহাদের ?

চিত্রা । আমি বুঝাইয়া কহিব তাহাদের ।

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—হয় না—হয় না তাহা ।

চিত্রা । তবে কি বলিতে চাহ,

স্বামী কিম্বা পুত্রহারা হ'ব কালি রণে ?

চিত্ররথ । কি করিবে—সকলি অদৃষ্ট ।

ছিঃ ছিঃ চিত্রাঙ্গদা—এত কাতরতা সাজে না তোমার ,

চিত্রা । কাতরতা ! মহাকালী-অংশোদ্ধূতা আমি মহানারী ;

হলে প্রয়োজন ধরিয়া ঋপূর করে—

তাই তেঁও তেঁও ঐ তাওব নর্তনে

পৃথিবীতে মহাত্রাস জাগাইতে পারি,

অঞ্জলি ভরিয়া নররক্ত পারি পান করিবারে ।

কিন্তু তবু, পিতা পুত্রের রণ হইতে দিব না কভু ।

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—জাতির কল্যাণে —

গন্ধর্বের মহামান রাধিতে অটুট—
অৰ্জুনের তপ্ত রক্ত আজি প্রয়োজন ।
মমতা-বন্ধন যায় কিছু নাহি মোর,
স্নেহের দৌৰ্লভ্যে কভু করিব না ক্ষমা ।
নারী হয়ে রাজকার্য্যে নাহি সাধ বাদ ।

চিত্রা । রাজকার্য্য !
রাজকার্য্য বুঝি পিতার বিরুদ্ধে পুত্রে উত্তেজিত কর' ।
যাক্—বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,
মিনতি করিয়া তত কহিহু তোমায়ে,
‘তবু যদি নাহি রাখ মোর অনুরোধ,
আমি নিজে রাজ্যমাঝে করিব ঘোষণা—
পাণ্ডব বিপক্ষে যেন কেহ অস্ত্র নাহি ধরে ।
যে করিবে আদেশ লঙ্ঘন—
আমি নিজে বধ করিব তাহারে ;
বুঝাইব জনে জনে—চিত্রাঙ্গদা নহে তুচ্ছ নারী ।

চিত্রবর্ণ । সাবধান চিত্রাঙ্গদা—
জান—কাহার সম্মুখে কহ হেন প্রলাপ বচন ?

চিত্রা । জানি—রাজ্যের রক্ষক তুমি—পিতৃব্য আমার ;
কিন্তু তুমিও কি ভুলে গেছ—রাজার জননী আমি :

চিত্রবর্ণ । চিত্রাঙ্গদা—

চিত্রা । পিতৃব্য—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । চিত্রবর্ণ—বৃথা রণসজ্জা—বৃথা আয়োজন ।
এত যত্ন—এত চেষ্টা সব পণ্ডশ্রম ।

চিত্রবর্ণ । কেন হে ব্রাহ্মণ—কি হ'য়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণ । এইমাত্র আসিতেছি পাণ্ডব-শিবির হতে ।

ভীম 'পরে যুদ্ধ ভার করিয়া অর্পণ—

অর্জুন পলায়ে গেছে হস্তিনা নগরে ।

চিত্রা । সত্য—সত্য হে ব্রাহ্মণ ?

শ্রীকৃষ্ণ । মাতা—মিথ্যাকথা ব্রাহ্মণ কহে না কতু ।

চিত্রা । ভগবান্—ভগবান্—

তুমি আছ—তুমি আছ—তুমি সত্য—

[চিত্রাঙ্গদা উদ্বেগে চাহিয়া করযোড়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—শ্রীকৃষ্ণ ইসারায়

চিত্ররথকে বুঝাইল যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে । উভয়ে প্রস্থান করিল]

(ইয়ার হাত ধরিয়া বক্রবাহনের প্রবেশ)

বক্র । ওরে—মাতৃপদধূলি অক্ষয় কবচ যার—

দুভেগ বশ্মের মত মাতার শুভেচ্ছা

ঘরিয়া রয়েছে যারে—

চক্রধারী নারায়ণ কি করিবে তার !

জননীর অপমান—

তারি প্রতিশোধ নিতে চলিয়াছি আমি,

ত্রিভুবন হলেও বিরোধী

অর্জুনের রক্তে লব তার প্রতিশোধ ।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি । রাজা !

রাজ্যের সামন্তগণ মাগিতেছে রাজ-দণ্ডন ।

বক্র । এত রাত্রে কিবা প্রয়োজন ?

সেনাপতি । বলেছিহু বুঝাইয়া,

কালি প্রাতে ডেটিতে তোমাণে ,

কিন্তু দেখিলাম তারা বড়ই চঞ্চল ।

বক্র । কারণ জান কি তুমি ?

সেনাপতি । অহুমানি—

পাণ্ডবের সনে যুদ্ধে নাহি মত তাহাদের !
আসিয়াছে অহুরোধ করিতে তোমায়ে
ছেড়ে দিতে রণ অভিলাষ ।

বক্র । সেনাপতি তোমার কি মত ?

সেনাপতি । রাজা ! পিতৃপিতামহ মোর—

এত দিন ধরি মনিপুর রাজার আদেশ,
নির্ব্বিচারে করেছে পালন—
ভালমন্দ না করি বিচার ।
তঁাহাদের বংশধর আমি—যোদ্ধা আমি,
আপনার মত বলি কিছু নাহি মোব ।
স্থির জেনো—আদেশ পালনে তব,
কভু আমি হবো না বিমুখ ।

বক্র । যাও, নিয়ে এস এসেছে বাহারা ।

(সেনাপতি সামন্তগণকে লইয়া আসিল)

বজ্রধর । এ কি কথা শুনি মহারাজ !

পাণ্ডবের সনে নাকি—করিয়াছ যুদ্ধের ঘোষণা ?

বক্র । ইয়া !

বজ্রধর । কিবা ফল আশ্রানিয়া নিশ্চিত মৃত্যুরে ।

আমাদের সবাকার মিনতি চরণে—
ধনঞ্জয়ে যজ্ঞঅশ্ব দাও ফিরাইয়া ।

বক্র । অশ্ব নিয়ে গিয়াছিহু পাণ্ডব-শিবাবে ;
কিন্তু সেথা হ'তে আসিয়াছি ফিরে
গদাহত কুক্কুরের সম ।
জান কি কারণ তার ?

বজ্রধর । না ।

বক্র । তোমাদেরি দেবকপা জননীরে,
করিয়াছে অপমান তৃতীয় পাণ্ডব ;
কহিয়াছে কুলটা তাঁহারে ।
এর পরে চাহ কি আমায়ে
ভিখারীর মত দস্তে তৃণ করি
যাইবারে পাণ্ডব-শিবিরে ?

সমস্তক । শক্তিমান দুর্ব্বলে করে অপমান,
আর দুর্ব্বলেরা চিরদিন সহ করে তাহা ।
ভেবে দেখ—পাণ্ডবেরা মহা শক্তিমান,
আর—শান্তিপ্রার্থী মনিপুরবাসী দুর্ব্বল সকলে ।

ইরা । জ্ঞানবৃদ্ধ গন্ধর্ব্ব-প্রধান ।
কে বলেছে দুর্ব্বল তোমরা—
কে বলেছে হীনবর্গ্য মনিপুরবাসী !
আপনারে দুর্ব্বল ভাবিয়া
নিজেদের অপমান করিছ নিজেরা ।

সমস্তক । কিন্তু মাতা—
ধনঞ্জয় মহাবীর—মহা ধনুর্ধর,
আর নিজে নারায়ণ সহায় তাঁহার ।

ইরা । ধনঞ্জয় নহে কি মানুষ ?
জন্মেছে কি সব্যাশাটী অমর হইয়া ?
মনিপুরে আসি, মনিপুর-রমণীর করে অপমান—
হেন স্পর্ধা তার !

বজ্রধর । সবি বুঝি ।
কিন্তু বিশ্বজয়ী অর্জুন বিপক্ষে,
অস্ত্র ধরিবার—কাহারও নাহিক সাহস ।

বক্র । এত যদি ভয় সবাকার —
 তোমাদের কাহারেও নাহি প্রয়োজন ;
 কালি প্রাতে একা আমি ভেটিব পাণ্ডবে ।
 ভেবেছ কি মনে,
 হীনবীৰ্য্য তোমাদের করিয়া ভরসা—
 পাণ্ডবেরে করিয়াছি রণে আবাহন !
 যুগ্য শৃগালের সম লুকাইয়া মুখ
 অন্ধকারে থেকো সবে অন্তঃপুরমাঝে ।
 একটি মিনতি শুধু রাখিও আমার—
 দেব দিনকর—যেন কালি হ’তে,
 মনিপুরে নাহি দেখে পুরুষের মুখ ।

সমস্তক । ক্ষমা কর রাজা—লজ্জা নাহি দেহ ।
 সব দ্বন্দ্ব—সব দ্বিধা দূর হ’য়ে গেছে ;
 আমরাও কালি রণে ভেটিব পাণ্ডবে,
 সূদূর হস্তিনা হ’তে আগত অৰ্জ্জুনে—
 দিব বুঝাইয়া—
 মনিপুর-পুরুষেরা নহে কাপুরুষ ।

বক্র । তবে ছুটে এস মনিপুরবাসী যে আছ যেখানে ।
 রক্ত পতাকার তলে—দলে দলে হও সমবেত,
 প্রলয় নির্ঘোষে কর সময় ঘোষণা,
 হুকারিয়া কহ সবে জয়—জয় মনিপুর—
 পাণ্ডবের দম্ভ-দণ্ড পড়িবে খসিয়া ।

[প্রাসাদ-শিখর হইতে বক্র রক্তপতাকা লইয়া সঞ্চালন করিতে লাগিল
 ঘোর শব্দে যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল । দলে দলে মনিপুরবাসী
 ছুটিয়া আসিয়া সেই পতাকার তলে সমবেত হইয়া
 “জয় মনিপুর” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিল ।]

পঞ্চম অঙ্ক

রণস্থল

সাত্যকি ও বৃষকেতু

বৃষকেতু । হে সাত্যকী—

বৃষিতে পারি না কেন

জনর্দ্দন চলি গেল শিবির ছাড়িয়া ।

সাত্যকি । ক্ষুদ্র মনিপুর—তার সনে রণ,

নাহি কিছু চিন্তা ভাবনার ;

তাই কেশব চলিয়া গেছে ।

বিপদের সম্ভাবনা থাকিত যতপি,

অৰ্জ্জুনে ত্যজিয়া কভু যেত না চলিয়া ।

বৃষকেতু । ক্ষুদ্র মনিপুর বলি উপেক্ষা করো না তুমি ।

সাত্যকি । পাণ্ডবের বিজয় বাহিনী

দেশদেশান্তরে করিয়া ভ্রমণ,

করি পরাজয় শত শত ক্ষত্র বীরগণে

মনিপুরে আসি সামান্ত বালকে হেরি,

সভয়ে কাঁপিবো,

হাস্তকর এর হ'তে কি আছে ভগতে !

বৃষকেতু । সামান্ত বালক বলি বক্রবাহে ভাবিও না কভু ।

জন্য নন্দন বীর প্রবীরে

সামান্ত বালক বলি ভেবেছিল সবে ।

কিন্তু যুদ্ধকালে হ'ল বিপরীত ।

ব্রহ্মগীর মোহে জ্ঞানলুপ্ত করিয়া তাহার

কত কষ্টে বধিতে হইল তারে ।

সাত্যকি । প্রবীরে ।

সতী-লক্ষ্মী জননীর আশীষ চূষন,
 দুর্ভেদ্য বর্ষের মত রেখেছিল ঘেরিয়া তাহারে ।
 তার সনে—বক্রবাহনের হয় না তুলনা ।

বৃষকেতু । কেন ?

সাত্যকি । শোন নাই তুমি ?

কলঙ্কিনী চিত্রাঙ্গদা—নহে সাক্ষী সতী,
 তার গর্ভে বক্রবাহ জারজ সন্তান ।

বৃষকেতু । বিশ্বাস করি না আমি ।

সাত্যকি । কহিয়াছে আপনি মাধব—তাঁরে অবিশ্বাস !

কৃষ্ণ কতু মিথ্যা কহে ?

বৃষকেতু । স্বকারণ্য উদ্ধার তরে—

বাড়াইতে ধর্মের গৌরব—
 মিথ্যা কথা মাধবের নহেক নূতন ।

সাত্যকি । বৃষকেতু—ওই হের,

যুদ্ধতরে সুসজ্জিত পাণ্ডব-বাহিনী ।

কেন নাহি হেরি ধনঞ্জয়ে ।

বৃষকেতু । নাহি জানি ;

কালি হ'তে অত্যন্ত বিমর্শ তিনি ।

শুনিলাম সারারাত্রি শিবিরের মাঝে,

চারিদিকে ঘুরেছেন উন্নতের মত ।

বোধ হয়—

বক্রবাহে আপন সন্তান বলি ধারণা তাঁহার ;

তাই এই অসুখবন্দ তাঁর ।

সাত্যকি । কৃষ্ণ-বাক্য অবিশ্বাস করিছে অজ্ঞান ।

বুঝিলাম—নহে শুভ যুদ্ধকল আজি ।

বৃষকেতু । ওই দেখ—মনিপুর-সৈন্তগণ
 হইতেছে অগ্রসর রণক্ষেত্রমুখে ।
 যাও তুমি বৃকোদরপাশে,
 আমি দেখি কোথায় পিতৃব্য ।

[বিপরীত দিকে উভয়ে প্রস্থান করিল
 (ইরা ও বক্রবাহনের প্রবেশ)

ইরা । কালি নিশাকালে মন্দিরের মাঝে
 ধ্যানে যবে ছিহু নিমগন,
 জ্যোতির্ময়ী দেবী এক,
 দেখা দিয়া মোরে—
 সযতনে দিল এই মস্তপুত শর ।
 বলেছেন দেবী
 গঙ্গামজ্জ উচ্চাঝিয়া ত্যজিলে এ বাণ,
 মহাকাল পিনাকীয়ে পার বিগুণিতে ।
 সাবধানে—সযতনে রাখ নিজ পাশে,
 জেনো স্থনিশ্চয়—মৃত্যুবান অর্জুনের ইহা ।

বক্র । ভক্তিভরে করিহু গ্রহণ ।

ইরা । শোন বক্র—দেবী আয়ো বলেছেন কহিতে তোমারে—
 অতি কুট—অতি ছলী সেই তৃতীয় পাণ্ডব ।
 পুত্র পুত্র বলি মায়াকান্না কত সে কাঁদিবে ।
 সাবধান—ভুলিও না যেন সেই মায়ামোহে তুমি ।

বক্র । মাতার নয়ন-জল
 পারে নাই টলাইতে প্রতিজ্ঞা আমার ।
 অর্জুনের কিবা সাধ্য পণভঙ্গ করিবে আমার ।

ইরা । মাতৃনাম করিয়া স্মরণ—

রণে বীর হও অগ্রসর ।
 পাণ্ডবের একটি সৈনিক যেন
 ফিরে নাহি যেতে পারে মনিপুর হ'তে ;
 কেহ যদি কোন মতে প্রাণ নিয়ে করে পলায়ন—
 মাতার কলঙ্ক কথা দিকে দিকে হইবে প্রচার,
 অপমণে ছেয়ে যাবে সমস্ত জগৎ ।
 ওই—ওই হের—বৃক্ক মাতামহ প্রাণপণে করিছে সমর
 মত্ত মাতঙ্গের সম,
 গদাহস্তে ভীমসেন ধায় চারিদিক—
 কেহ তারে নিবারণিতে নাহে ;
 মনিপুর-সৈন্যমাঝে ওঠে হাহাকার !
 যাও যাও বীর—বিলম্ব ক'রো না আর,
 ভীমসেনে করি পরাজিত
 অর্জুনের হও সম্মুখীন ।
 রক্তে তার ভিজাইয়া ধরণীর বুক—
 শান্তি দাও যে কহিল জারজ তোমায়ে,
 যে কহিল কলঙ্কিনী জননী তোমার । [উভয়ের প্রস্থান
 (ধীরে ধীরে অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন । যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ—
 চারিদিকে হত্যা বিভীষিকা ।
 ভীমসেন হংসধ্বজ নীলধ্বজ আদি
 প্রাণপণে করিছে সমর ;
 আর আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দাঁড়াইয়া দূরে,
 স্থির নেত্রে চেয়ে আছি আকাশের পানে ।
 সত্যই কি আমি ধনঞ্জয়—

পাণ্ডব টঙ্কারে বার কাঁপিত ভুবন,
 নাম শুনি শত্রুকুল উঠিত কাঁপিয়া ।
 এ কি হ'ল ।
 কেন এই অবসাদ ।
 দৃঢ় করে ধরিতে পারি না ধনু ।
 নারায়ণ—নারায়ণ—
 চির-সখা চির-প্রভু পাতকী পার্থের—
 কেন তুমি শক্তিহীন করিলে আমারে ?
 (সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি । ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—

ওই দেখ ছত্রভঙ্গ সমস্ত বাহিনী ,
 নায়কবিহীন অসহায় নৈন্তগণ,
 প্রাণভয়ে করে পলায়ন ;
 বৃকোদর প্রাণপণে নিবাবিতে নাহে ।

অর্জুন । শীঘ্র যাও হে সাত্যকি— রক্ষা কর ভীমে ।

সাত্যকি । আমা হ'তে সেই কার্য্য হইলে সম্ভব,
 রণ ত্যজি তব পাশে নাহি আসিতাম ।

অর্জুন । সাত্যকি—সাত্যকি —

অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন আমাব ।
 বার বার চেষ্টা করিয়াছি—
 দৃঢ় করে ধনু আর পারি না ধরিতে ।

সাত্যকি । কালি হ'তে এই দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছি ;

শুনিয়াছি—জানিয়াছি কারণ তাহার ।

জগৎকারণ পতিতপাবন

ঐক্যে দেববাক্যে কর অবিশ্বাস ?

লেখা হস্তিনানগরে রাজা যুধিষ্ঠির,
আকুল অন্তরে বসে আছে প্রতীক্ষায় তব,
মাধবের মহাসাধ—
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করি সমাপন,
পাণ্ডবের কীর্ত্তিস্তম্ভ
চিরোজ্জ্বল করিবে সে জগতের মাঝে ;
আর তুমি—শ্রেষ্ঠসখা শ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীকৃষ্ণের,
নিশ্চেষ্টে বসিয়া আছ সময় ত্যজিয়া !

অৰ্জুন । হে সাত্যকি—
বৃথা উত্তেজিত করিছ আমারে ।
মনে কর অৰ্জুন মরিয়া গেছে,
অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব করিয়া উদ্ধার,
পার যদি—
মহাযজ্ঞ কেশবের কর উদ্‌ঘাপন ।

সাত্যকি । অৰ্জুন—অৰ্জুন—
ওই হের ছিন্নভিন্ন পাণ্ডব বাহিনী ;
শৈথিল্যে তোমার—কি দারুণ পরাজয় পাণ্ডবের আজি !
বক্রবাহ-রণে কারো নাহিক নিস্তার,
ওই দেখ—বাণে বাণে ছেয়ে গেছে গগনমণ্ডল ।

অৰ্জুন । কি অভূত সময়কৌশল !
আপনি ভার্গব যেন আসিয়াছে রণে
ক্ষত্রকুল করিতে নিধন ।
যুবনাথ, অতুশাৰ্ভ,
নীলধ্বজ, হংসধ্বজ, শাঘ, বৃকোদর
মানি পরাভব পলাইছে সময় ত্যজিয়া ।

মহাদম্ভী ক্ষত্রিয়ের দর্পচূর্ণকারী
কে তুমি বালক—কে তুমি বালক !
(অর্জুন মহা আনন্দে করতালি দিতে লাগিল)

সাত্যকি । হেন রণ কভু দেখ নাই ।

অর্জুন । সাত্যকি—সাত্যকি—কোন বালকেরে,
হেন রণ করিবারে দেখেছো কখনো ?

সাত্যকি । ইঁ—দেখিয়াছি আরো একদিন,
অভিমত্রে যেই দিন সপ্তরথী বধে ।
সিংহশিশু ক্ষেত্রপাল মাঝে
হাসিতে হাসিতে রণক্ৰীড়া কেমনে যে কবে,
সেইদিন দেখিয়াছি আমি ।

অর্জুন । সাত্যকি—
অভিমত্রে আর বক্রবাহ মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি কারে মনে হয় ?

সাত্যকি । অভিমত্রে—অভিমত্রে, বক্রবাহ—বক্রবাহ ।
তবে আজিকার রণ হেরি মোর মনে লয়
শ্রেষ্ঠতর বক্রবাহ—

অর্জুন । বক্রবাহ—বক্রবাহ—
(অর্জুন আনন্দে প্রায় নৃত্য করিতে লাগিল,
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

বুঝিয়াছি জনাৰ্দ্দন সব ছলনা তোমার ;
নিজ সিদ্ধি হেতু
পিতা-পুত্রে চাহ তুমি বাধাইতে রণ ?
সন্তানের হাতে পিতার মরণ হ'লে
বাড়ে যদি মহিমা তোমার—

কেন তুমি कहিলে না মোরে ?
বন্ধের শোণিত দিয়া
আমি নিজে বাডাতাম তোমার গোরব ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে সাত্যকি—

শীঘ্র যাও বৃকোদর পাশে ;
অবিলম্বে যাইতেছি আমি ।

[সাত্যকির প্রস্থান]

হে অর্জুন—এ কি তব হীন আচরণ ?

অর্জুন । হীন আচরণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যা—হীন আচরণ ।

তুমিই না সেনাপতি—অশ্বের রক্ষক !
ত্যাগি রণ

কেন তুমি রহিয়াছ দূরে পলাইয়া ?

অর্জুন । মনে আছে নারায়ণ,

তুমি নিজে বুঝাইয়া ক'য়েছিলে মোরে—

কুরুক্ষেত্র রণজয়ী পাণ্ডব বিপক্ষে

কোন রাজা করিবে না অঙ্গুলি হেলন,

অশ্বের রক্ষক হয়ে আমি শুধু রহিব সঙ্গিতে,

অস্ত্র ধরিবার প্রয়োজন হবে না কখনো ?

তাই আমি আসিয়াছি সাধে—নহে যুদ্ধ তরে ।

কিন্তু সেইদিন মহাভুল করেছিলে তুমি ;

বীরহীন নহে বসুন্ধরা,

কার্যকালে দেখিয়াছ—আরও দেখিবে ।

সত্য ক্ত্র যোবা, গর্বোন্নত শির তার

করিবে না নত কভু পাণ্ডবের কাছে ।

শ্রীকৃষ্ণ । তাই যদি হয়,
যুদ্ধ করি তাহাদের দাও বুঝাইয়া
শৌর্য্যে বীর্য্যে ধরামাঝে পাণ্ডব প্রধান ।

অর্জুন । যুদ্ধ—যুদ্ধ ।
হে কেশব, লক্ষ লক্ষ কৃত্রিয়ের রক্ত করি পান,
এখনো কি মিটে নাই শোণিতেব তৃষা
পুষ্পোজ্জ্বলা চিবস্নিগ্ধা শ্যামা ধরণীর ?
এখনো কি শকুনি গৃধিনী সব
ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদিছে সঘনে ?
স্রষ্টি করি মহারণ তাই নারায়ণ
আগাইছ মহাত্মাস ধরণীর মাঝে ?

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন—করিও না ভুল,
কতু নহে ইচ্ছা মোর বৃথা রক্তপাত ।
কিন্তু কেহ যদি করে অপরাধ
শাস্তি দিতে অবশ্য উচিত ।

অর্জুন । অপরাধ ।
যদি অন্য কারো অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব
গর্ভিত লিখন বহি ললাটে তাহার
আমাদের রাজ্যমাঝে করয়ে ভ্রমণ,
কহ নারায়ণ, সত্য যদি ক্ষত্র মোরা
কিবা উচিত মোদের ?
নহে কি উচিত—বাধি রাখি যজ্ঞঅশ্ব
বিগল্লেবে বীরদর্পে সমরে আহ্বান ?
নিরুত্তর কেন হে মাধব ?
কিবা অপরাধ করিয়াছে বক্রবাহু,

বাহে হস্তিনার সিংহাসনতলে
 করজোড়ে রহিবে দাঁড়িয়ে ?
 রাখিতে অটুট মোর বংশের সন্মান—
 আমি যদি অপরেরে আহ্বানি সমরে,
 তবে অপরেও যদি হয়ে উপেক্ষিত
 রণক্ষেত্রে আমাদের করয়ে আহ্বান,
 কহ, কোন্ অপরাধে অপরাধী হইবে তাহারা ?

শ্রীকৃষ্ণ । কিবা হেতু এ যজ্ঞের,
 সাত্রাজ্যের সংস্থাপনে কিবা শুভফল,
 তার একদিন তাহা দিব বুঝাইয়া ।
 তুচ্ছ কার্য্যে কোন দিন নহি ব্যস্ত আমি ।
 স্থির জেনো—এ যজ্ঞের আছে মহা প্রয়োজন ।

অর্জুন । তাই যদি হয় কর তবে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ।
 কিন্তু যত্নপতি ক্রমা কর মোরে—
 এই যুদ্ধে কতু আমি অস্ত্র না ধরিব ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন—কত্রিয়-গৌরব হ'য়ে
 কাত্ত্রধর্ম্য পালনে বিমূখ তুমি ?

অর্জুন । কাত্ত্রধর্ম্য—কাত্ত্রধর্ম্য !
 বলিতে চাহ কি কৃষ্ণ—কত্রিয়েরা নহেক মাতুল ?
 চাহ কি বলিতে—মানবত্বে পদাঘাত ধর্ম্য কত্রিয়ের ?

শ্রীকৃষ্ণ । সখা—উত্তপ্ত হ'য়েছে আজি মস্তিষ্ক তোমার,
 তাই বলিতেছ বহু প্রলাপ বচন ।

অর্জুন । মনে পড়ে নারায়ণ—
 যেই দিন সংসপ্তক সনে কুরুক্ষেত্রে হ'ল মহারণ ?
 সারাদিন পরে বধিয়া তাদের

স্বৈদসিক্ত ললাট মুছিয়া যবে ফেলিহু নিঃশ্বাস—

দেখিলাম দিন অবসান ;

পশ্চিম গগনপ্রান্ত

রক্তটীকা পরিয়াছে আপন ললাটে ।

অকস্মাৎ নাহি জানি প্রাণ কেন হ'ল উচাটন ,

শিবিরের পানে তীরবেগে চালাইলে রথ,

মনে হ'ল গতিহীন তাহা ।

সন্ধ্যার আধারে ক্রমে ছাইল ভুবন,

দূর হ'তে দেখিলাম নিস্তক্ক শিবির—

প্রৈতপুত্রীসম অঙ্ককারে ঢাকিয়াছে আপনার মুখ ।

মনে হ'ল অশ্রুট ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে মিশিয়া

শিবিরের চারিপাশে ভাসিতেছে যেন ।

জন্তগতি প্রবেশিয়া শিবির মাঝারে,

দেখিলাম পৌরজন সবে

নয়নের ধারে ভাসাইছে বুক,

ভূমিশয়া 'পরে কাঁদিছে স্বেদিত্রা ,

চিৎকারি উঠিল আমি—

‘অভিমন্যু—কোথা অভিমন্যু মোর’—

কণ্ঠ শুনি আর্তস্বরে কহিল স্বেদিত্রা,

‘নাই—ওগো নাই সে আমার ।’

শ্রীকৃষ্ণ । স্থির হও—স্থির হও সখা ।

অর্জুন । কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ জননীয়ে

পুত্রহীনা করিয়াছি আমি ।

পুত্রহারা হ'য়ে তাহারাও ঠিক স্বেদিত্রার মত

করেছিল তীর আর্তনাদ ।

কী যে জালা পুত্রশোকে আমি বুঝিয়াছি ;
জেনে শুনে সেই শেল
কারো বুকে নারায়ণ নারিব হানিতে ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন—

এতদিন মোর সনে
বৃথা তুমি করিলে সখ্যতা ।
এখনো কি বোঝ নাই তুমি—
এ সংসার মায়ার আগার ।
মহাজানী যেবা—
তার কাছে জন্ম-মৃত্যু উভয় সমান ।

অর্জুন । নারায়ণ—

কখনো কি উত্তরার মুখখানি দেখিয়াছ চাহি ?
কোন্ অপরাধ করেছিল অবোধ বালিকা—
যাহে অকালে বৈধব্যজালা সহিতেছে আজি ।
যখনই দেখি তার স্নান মুখখানি,
মনে হয়—তুষানল জেলে রাখি বৃকের মাঝারে ।
নরঘাতী মহাপাপী আমি
আমারি পাপেতে আজি এই দশা তার ।

শ্রীকৃষ্ণ । অর্জুন—অর্জুন,

দিব্যবাণ বজ্রবাহ করেছে সন্ধান,
বৃষকেতু প্রাণপণে নিবারণে নারে ।

অর্জুন । (বিচলিত ভাবে) বৃষকেতু ! বৃষকেতু !

শ্রীকৃষ্ণ । কি দেখিছ হতভাগ্য,
বৃষকেতু নিহত সমরে ।

অর্জুন । হসে বৃষকেতু !

তোমায়েও আজি পুত্র হারাইলু রণে ।

একমাত্র বংশধর সে যে পাণ্ডবের,

কহ নারায়ণ—তারে ছাড়ি

কেমনে যাইব আমি হস্তিনায় ফিরি ?

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যই তো—

যখনি শুনিবে লোকে

তুমি বিজ্ঞমানে বৃষকেতু হ'য়েছে নিহত ;

অবিলম্বে বুঝিবে সকলে—

তারে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করো নাই তুমি ।

জ্ঞানে সবে বাল্যকাল হ'তে

কর্ণ সনে বিরোধ তোমার ।

লোকে কবে—যদিও মরেছে কর্ণ,

তবু তুমি ভোলো নাই বাল্যের বিদ্বেষ ।

তাই অসহায় শিশুপুত্রে তার

স্বইচ্ছায় ছেড়ে দেছ মৃত্যুর কবলে ।

কহিবে সকলে—

তুমি নিজের তার মৃত্যুর কারণ ।

অর্জুন । আমি !

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ তুমি ।

সব্যসাচি । এখনো সময় আছে—

ভেঙ্গে ফেল মোহের শৃঙ্খল ।

কণিকের এই অবসাদ

মন হ'তে ঝেড়ে ফেলে দাও ;

ক্ষুধিত শার্দূলসম

উদ্ধাবেগে শত্রুবৃকে পড় বাঁপাইয়া ।

দণ্ড দাঁও—দাঁও দণ্ড—

যে বধেছে পুত্রাধিক পুত্রে তোমার ।

অজ্জুন । নিয়তি লিখন কৃষ্ণ—তোমার কি দোষ ?

যাও নারায়ণ সারথিরে কহ

রথ লয়ে আসিতে এখানে ।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

অজ্জুন । হর্ব্বার ঝঙ্কার মত নির্ধম নিয়তি—

ভেবেছ কি পদানত করিবে আমারে !

ভেবেছ কি রক্তাঙ্গি দেখিয়া তোমার—

দাসখং লিখে দেব তোমার চরণে !

না—না—আমি পার্থ—বিশ্বত্ৰাসী ধনঞ্জয় আমি,

দাসত্বের কলঙ্কতিলক

পরি নাই কভু আমি ললাটে আমার ;

এতদিন মানি নাই তোরে—

আজো মানিব না ।

বক্র । (নেপথ্যে) কোথা পার্থ—কোথা ধনঞ্জয় ?

অজ্জুন । ওরে—কে ডাকে আমারে ;

ওরে অভি—ওরে পুত্র—ওরে দেবদূত—

আমার চোখের জল মুছাবার তরে,

মূর্ত্তি নিয়ে এলি কিরে

কঠিন ধরার 'পরে—

(কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া অজ্জুন উন্মত্তের মত ছুটিল ।

এমন সময় বক্র ও ইয়ার প্রবেশ)

বক্র । নমস্কার পদে তব তৃতীয় পাণ্ডব ।

অজ্জুন । একি—তুমি—

বক্ষ । ভয় নাই বীর ।

জারজের স্পর্শে কলুষিত করিব না

দেব অঙ্গ তব ।

আসিয়াছি দিতে তোমা অতি হুঃসংবাদ ।

পাণ্ডব-শিবিরে আর কোন বীর নাই,

যার সনে যুদ্ধ করি রণসাধ মিটাইতে পারি ।

তাই দৈবরথ সমরে করিতেছি আহ্বান তোমায়ে ।

অর্জুন । যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ তোরি সনে !

ওরে রণসাধ মিটাব রে তোর,

কিন্তু তার পূর্বে যে বালক,

রাখ্ একটি মিনতি মোর—

বক্ষ । মিনতি !

ভুবনবিজয়ী বীর—সতীর নন্দন তুমি—

জারজেরে করিছ মিনতি ।

অর্জুন । ক্ষণতরে ভুলে যা য়ে সব অপরাধ,

ভুলে যা য়ে কহিয়াছি যত কটু বাণী ;

ভুলে যা য়ে ঘৃণ্য পদাঘাত ।

ভুলে গিয়ে সব

একবার কাছে আয়—আয় কাছে মোর,

একবার আয় তুই বুকের মাঝারে ।

ইরা । ক্ষত্রিয়ার ধর্ম নহে

শত্রুরে দেখাতে বীর স্নেহের উচ্ছ্বাস ।

জান নাকি সতীর নন্দন—

কুলটার স্নেহে আদরে ধরিলে বুকে

ধর্ম নষ্ট হইবে তোমার !

অৰ্জুন । কে তুমি বালিকা বৃথা লজ্জা দিতেছ আমারে ?

ইবা । তোমার মতন দেব-অংশে নহে জনম আমার,
পরিচয় দিলে পারিবে না চিনিতে আমারে ।

অসভ্য পার্শ্বত্য বালী—

সভ্যতার বদীন আলোক

এখনও পশে নাই অন্তরে আমার ;

ভাষা দিয়া অন্তরের কুটিলতা যত,

জানি নাকো ঢাকিবারে তোমাদের মত ।

তাই শত্রু—শত্রু চিরদিন, মিত্র—চির মিত্র ।

যাক—বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন ;

শোন ধনঞ্জয়—স্বামী মোর মাগিতেছে দ্বৈরথ সমর—

সাধ্য হয় রণ-আশ মিটাও তাঁহার ।

অৰ্জুন । পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী জননী আমার—

তুমিও কি বুঝিবে না অন্তরের ব্যথা ?

ধরণী-সীমন্তগামী বিরাট সাম্রাজ্য

সত্য বটে করগত পাণ্ডবের আজি,

পাণ্ডবের কীর্তি হেরি বিস্মিত জগৎ,

স্বর্গ হ'তে দেবতারা করে আশীর্বাদ ।

জানে সবে—বিশ্বজয়ী অৰ্জুনের সম

আর কেহ নহে স্ত্রী জগতের মাঝে,

কিন্তু একমাত্র অন্তর্ধ্যামী ভগবান জানে

আমার মতন দুঃখী কেহ নাহি আর ।

মমতার প্রতিচ্ছবি নারী যে রে তুই—

তুই মাগো হোসনে কঠোর

সর্বদগ্ধা নিয়তির মত ।

ভারতের সর্বাপেক্ষা গর্বোন্নত শির,

নত আজি তোদের নিকটে ।

ক্ষমা—ওরে ক্ষমা কর মোরে ।

বল্ । না—না—না—ক্ষমা নাই আমার নিকট ।

নারীর লাজ্জনাকারী গর্বিত ফাল্গুনী—

ভুলে গেছ জননীরে করেছ কুলটা ?

মরণ নিকট তাই চাহিতেছ ক্ষমা ।

আমি যে জারজ—আমি কভু ক্ষমা না করিব ।

অস্ত্র ধর বীরবর—কিবা ফল বিলম্ব করিয়া ।

তোমার আমার দুজনার—

একসঙ্গে বেঁচে থাকা হবে না কখনো .

আজি রণে একজন মরিবে নিশ্চয় ।

অৰ্জুন । যুদ্ধে কিবা পরিণাম ভাল জানি আমি,

তার তরে কোন ক্ষোভ—কোন ডর নাই ।

আজ্ঞায়ের পিপাসার্ত্ত অন্তর লইয়া

স্বরগেও শাস্তি নাহি পাব ।

জানি আমি কত বড় অপরাধ করিয়াছি তোদের নিকটে

কিন্তু তবু মুহূর্ত্তের তরে ক্ষমা কর মোরে ।

বল্ । কেন জননীরে কাহলে কুলটা ?

কি দোষ সে করেছিল চরণে তোমার ?

সত্য যদি অপরাধী জননী আমার—

কেন তুমি নিজে শাস্তি নাহি দিলে ?

কেন তুমি হত্যা করিলে না ?

পরিত্যক্তা অভাগিনী জননী আমার—

তোমার চরণ-ধ্যানে সম্যাসিনী প্রায়—

তারে তুমি কলঙ্কিনী कहিলে কেমনে ?

না—না—শত্রু তুমি মোর—

অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও তুমি ।

অর্জুন । তাই হোক তবে ।

হও অগ্রসর—

অস্ত্রশস্ত্রে হইয়া সজ্জিত—অবিলম্বে ভেটিব তোমায়ে ।

বক্র । যথা আজ্ঞা বীরবর—প্রণাম চরণে—

[ইয়া ও বক্রবাহনের প্রস্থান

অর্জুন । ওরে উপেক্ষিত—ওরে নির্ধ্যাতিত সন্তান আমার—

আমি নিজে দিয়াছি লেপিরা,

কলঙ্কের ঘন কালি চিরশুভ্র ললাটেতে তোম—

তোম পিতা বন্ধের শোণিতধারে

প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহার ।

[অর্জুনের প্রস্থান

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্ররথ । কোথায় বক্রবাহ !

চারিদিকে খুঁজিলাম—কোথাও না পাইলুম সন্ধান ।

তবে কি ঘটেছে কোন বিপদ তাহার ?

কোন মুখে কিরে যাব প্রাসাদের মাঝে !

চিত্রাঙ্গদা শুধাবে যখন,

কোথা তার নয়নের নিধি, কি कहিব তারে ?

হায় রাজদর্শন—কি নিষ্ঠুর রাজার কর্তব্য !

(বক্রবাহনের প্রবেশ)

বক্র । মাতামহ—চিনিতে কি পার এই শোণিত কাহার ?

চিত্র । কার রক্ত বক্র ?

বক্র । মোর শিরা-উপশিরা মাঝে

বহিতেছে যেই শোণিতের ধারা—

তারে তুমি পার না চিনিতে ?

চিত্র । তবে কি অৰ্জুন—

বক্র । হ্যা—পার্থে বধ করিয়াছি আমি—

বর্ণে বর্ণে পালিয়াছি আদেশ তোমার ।

চিত্ররথ । ধন্য বক্রবাহ—ধন্য বীরত্ব তোমার

মনিপুর মান তুমি রাখিলে অটুট ;

বাডাইলে ধরণীতে ধর্মের গৌরব ।

বক্র । মাতামহ—মাতামহ—

মানবের তপ্তরক্ত পারে কি কহিতে কথা ?

চিত্ররথ । সে কি বক্র ?

বক্র । অৰ্জুনের রক্তবিন্দু পাইয়াছে মানবের ভাষা ।

ওই—ওই শোন উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে মোরে—

নির্দয় সন্তান ফিরে আয়—

একবার ফিরে আয় পিতৃবক্ষে মোর ।

চিত্ররথ । বক্র—বক্র—

বক্র । এ তো নহে পিতৃরক্ত—এ যে তপ্ত লৌহধারা—

মেদ-মজ্জা-মাংস মোর করিতেছে ভেদ ।

অসহ্য যাতনা পারি না সহিতে আর ।

ধর—ধর মাতামহ ওই শাণিত ছুরিকা,

পিতৃরক্তে কলঙ্কিত হাত ছুটি ছিন্ন ক'রে দাও—

পায়ে ধরি মাতামহ ছিন্ন ক'রে দাও ।

চিত্ররথ । স্থির হও—স্থির হও ভাই ।

তুমি যদি হও এমন অস্থির—

কেমনে বুঝাব জননীকে তব ।

বজ্র । জননী ! জননী !

ললাট হইতে মার

অলক্ত সিন্দূররেখা নিজ হাতে দিয়াছি মুছায়ে ;

পিতৃরক্তে কলঙ্কিত হাত দুটি নিয়ে

কেমনে দাঁড়াব আমি মাতার সম্মুখে ?

না—না—না—এ জীবনে এই মুখ দেখাব না তাঁরে ।

[বজ্রবাহনের প্রস্থান]

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । চিত্ররথ—চিনিতে পার কি মোরে ?

চিত্ররথ । একি ! ব্রাহ্মণ—তুমি !

এতক্ষণে চিনেছি তোমারে—তুমিই কেশব ।

(পদধূলি লইতে গেল)

শ্রীকৃষ্ণ । কি কর—কি কর—

বৃদ্ধ তুমি—পুণ্ড্র তুমি মোর ।

চিত্র । হে মাধব—অজ্ঞান অধম আমি ।

যদি করে থাকি অপরাধ চরণে তোমার—

কেন নাহি শাস্তি দিলে প্রভু ?

এ হেন লজ্জার মাঝে কেন ফেলিলে আমারে ?

শ্রীকৃষ্ণ । বীরোচিত কার্য করিয়াছ,

লজ্জা কেন চিত্ররথ ?

চিত্র । রাজপুরে কেমনে বাইব ?

স্বামোহীনা চিত্রাঙ্গদা মাঝে

কি বলে সাঙুনা দিব ?

শ্রীকৃষ্ণ । গুরু নাহি হও চিত্ররথ ।

পাতালে অনন্তনাগ উলুপীয় পিতা,

অমৃত নামেতে মণি আছে তার পাশে ।

উলুপীর কাছে পাইয়া সন্ধান

আনিবারে সেই মণি—

যোগ্য লোক গিয়াছে পাতালে।

মণির পরশে

অবিলম্বে ধনঞ্জয় প্রাণ কিরে পাবে ।

চিত্র । ধন্ত—ধন্ত তুমি দেব জনার্দন ।

কহ প্রভু—

প্রচারিতে কোন্ মহিমা তোমার

পিতাপুত্রে এই রণ ঘটাইলে তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । জাহ্নবীর অভিষাপ—

আপন সন্তান-করে মরিবে ফাস্তনৌ ।

ব্রহ্মবাহ ছাড়া অজ্ঞুনের পুত্র কেহ নাহিক জীবিত ।

তাই পুরাইতে অভিষাপ,

ব্রাহ্মণের বেশে উত্তেজিত করি তোমাদের

এই রণ ঘটায়েছি আমি ।

চিত্র । :এতক্ষণে বুঝিলাম সব ।

পতিতপাবন তুমি বিশ্বের ঈশ্বর—

তোমার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ।

কিন্তু প্রভু—

ধনঞ্জয় অবিলম্বে না হ'লে জীবিত

চিত্রাঙ্গদা মা আমার বাঁচিবে না প্রাণে ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভয় নাই চিত্ররথ ।

সত্য মহাছলী আমি,

কিন্তু সত্যের নিকট

চিরদিন শিশুর সমান ।

চিত্রাঙ্গদা মহাসতী—সতীকুলরাণী,

তাহার চোখের জল দেখিতে কি পারি ?

অই আসে চিত্রাঙ্গদা

বুঝাইয়া শাস্ত কর তারে ;

সাথে লয়ে অজ্ঞানেরে অবিলম্বে আসিব ফিরিয়া ।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

(অশ্রু-শস্ত্রে সুসজ্জিতা চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা । রণ—রণ দেহ

মনিপুর-কর্ণধার গন্ধর্ব্বপ্রধান ।

স্নেহাতুর পার্শ্বে বধি ভাবিয়াছ মনে

জিনিয়াছ পাণ্ডববাহিনী—

মহানন্দে মত্ত তাই হয়েছ সকলে ?

জান নাকি—চিত্রাঙ্গদা পাণ্ডব-ঘরগী,

অজ্ঞানের ধর্ম্মপত্নী এখনো জীবিত ?

শোনো—শোনো তুমি গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর—

মনিপুর-ধ্বংস আজি প্রতিজ্ঞা আমার ;

পার যদি রক্ষা কর—বাধা দেহ মোরে ।

চিত্রবরুণ । শাস্ত হও জননী আমার ।

আমি যে পিতৃব্য ভোর

করজোড়ে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহি ভোর পাশে ।

চিত্রাঙ্গদা । ক্ষমা !

মনে আছে—সকাতর অশ্রুরোধ—মোর অশ্রুজল ?

মনে আছে—গর্ভ ভরে করেছিলে উপেক্ষা তখন ?

না—না—না—

প্রতিহিংসাপরায়ণ রমণীর কাছে

ক্ষমা নাহি পাবে স্বামীহস্তা নৃশংসের দল ।

চিত্তব্রথ । মাতা, শোকাচ্ছিন্না জ্ঞানহীনা তুমি—

গৃহে ফিরে চল ।

চিত্তাঙ্গদা । গৃহ ?

কোথা গৃহ মোর ?

চি

রাজপুরী মাঝে ?

স্বামীঘাতী পিশাচেরা রয়েছে যেখানে,

মোর স্বামীহত্যাকারী

যেথা তারা করিছে উৎসব—

শ্রী

ভেবেছ কি সেথা আমি যাইব ফিরিয়া ?

পার্থ যেথা ভূমি 'পরে রয়েছে পড়িয়া,

যেথা তাঁর মুক্ত-আত্মা

নিষ্পন্দ দেহের পানে সজল নয়নে চাহি

ধরা হ'তে চিরতরে লয়েছে বিদায়—

সেই গৃহ—সেই তীর্থ—মহাতীর্থ মোর ।

চি

শরঙ্গালে মনিপুর করিব নির্মূল

তারপর নিঃসহস্তে সাজাইয়া চিতা—

সহযুতা হব অজ্জু'নের ।

চিত্তব্রথ । ক্ষমা কর বক্রবাহে জননী আমার—

হ'লেও সে শত অপরাধী—সে তো তোমারি সন্তান ।

চিত্তাঙ্গদা । কে মোর সন্তান ?

শ্রী

বক্র ? না—না—সে নহে সন্তান মোর ।

আমার সন্তান হ'লে

মোর বক্ষে হানিত কি শেল—

পারিত কি পিতৃহত্যা করিতে কখনো ?

না—না—পুত্র নাই—পুত্রহীনা আমি—

কোন দিন পুত্র ছিল না আমার ।

চিত্রাঙ্গদা । স্থির হও মাতা—

পাতালে গিয়াছে বক্র আনিতে অমৃত মণি,

স্পর্শে যার ধনঞ্জয় প্রাণ ফিরে পাবে ।

চিত্রাঙ্গদা । এখনও প্রতারণা করিছ আমারে ।

ভাবিয়াছ শোক বাক্যে ভুলাইবে মোরে ?

ডাক—ডাক সেই পিতৃহন্তা অধম বর্করে,

সাধ্য থাকে মোর সাধে করুক সময় ।

শরমুখে উপাড়িয়া ক্ষুদ্রপুত্র

রেণু রেণু করি উডাব আকাশে—

পার যদি বাধা দেহ রাজপ্রতিনিধি ।

সপ্ততল ভেদ করি

ছুটে এস প্রলয়ের ভীম জলোচ্ছাস,

বিশ্বনাশি দাবানল—

ওঠ জলি দাউ দাউ ভীম প্রভঞ্নে—

ধ্বংস কর—ধ্বংস কর মনিপুর ।

(চিত্রাঙ্গদা শর নিক্ষেপ করিল । পৃথিবী ভেদ করিয়া ভীষণ জলের স্রোত

উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল । চারিদিকে অগ্নিবাণি হইতে লাগিল ।

সেই জলোচ্ছাসের ভিতর হইতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন,

বক্রবাহন ও ইরা বাহির হইল)

অজ্ঞান । শাস্ত হও—শাস্ত হও প্রিয়ে ।

চেয়ে দেখ—

তব পুণ্যে প্রাণ কিরে পাইয়াছি সত্য ।

চিত্রাঙ্গদা । প্রিয়—প্রিয়তম—দেবতা আমার ।

(চিত্রাঙ্গদা অজ্ঞানের পায়ের তলায় লুঠাইয়া পড়িল । বক্রবাহন
ও ইয়া নতজানু হইয়া অজ্ঞানকে প্রণাম করিল ।)

ষট্ঠিকা

